দাদা ভগবান প্ররুপিত

সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি

মূল সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : **অজিত সি প্যাটেল**
দাদা ভগবান বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন,
1, বরুণ এপার্টমেন্ট, 37, শ্রীমালী সোসাইটি,
নবরংপুরা পুলিস স্টেশনের সামনে, নবরংপুরা,
অহমেদাবাদ – 380009, Gujarat, India.
ফোন : +91 79 3500 2100, +91 9328661166/77

কপিরাইট : © Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujarat College, Usmanpura,
Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 9328661166/77
All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

প্রথম সংস্করণ ৫০০ কপি, নভেম্বর ২০২৫

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !

দ্রব্য মূল্য : ৭০ টাকা (Rs. 70)

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
এইচ্. বী. কাপড়িয়া নিউ হাইস্কুলের সামনে,
ছত্রাল-প্রতাপপুরা রোড, ছত্রাল,
তা. কলোল, জি. গান্ধীনগর -382729, গুজরাট
ফোন : +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-81-981667-3-9

Printed in India

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

জুন ১৯৫৮ সালের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলওয়ে স্টেশন, প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল রূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিক রূপে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের অদ্‌ভুত আশ্চর্য। এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হয়। 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, কন্ট্রাক্টরীর ব্যবসায়ী, তবুও সম্পূর্ণ ভাবে বীতরাগী পুরুষ !

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধ হওয়া জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম, অর্থাৎ বিনা ক্রমের, আর ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "এই যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে প্রকট হয়েছেন, তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। সে আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না প্রয়োজন নেই ? পরে লোকেদের মার্গ তো চাই কি না ?'

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি, নিমিত্তভাবে করাতেন। পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে দাদাশ্রী সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন, যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও মুক্ত থেকে আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষার্থীদের মার্গদর্শনে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির মার্গ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করলেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরম পূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, সে সব রেকর্ড করে, সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীর ই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়া হয় তো অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে আর পুস্তকের অন্তে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

সাংসারিক দুঃখ কার নেই। প্রত্যেকে এর থেকে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু সে ছাড়াতে পারে না। এর থেকে ছাড়া পাওয়ার মার্গ কি। জ্ঞানী পুরুষের সাক্ষাৎ হলেই সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি মেলে। অন্যকে যে দুঃখ দেয়, সে নিজে দুঃখী না হয়ে থাকে না।

সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যায় ? সুখ-দুঃখ পাওয়ার যথার্থ কারণ কি হয় ? অন্যদের সুখ দিলে সুখ মেলে আর দুঃখ দিলে দুঃখ মেলে। এ সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির প্রাকৃতিক সিদ্ধান্ত ! যার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বোধে এসে যায়, সে কাউকে একটু ও দুঃখ না দেওয়ার জাগৃতি তে থাকতে পারে। ফের মন থেকে ও সে কাউকে দুঃখ দিতে পারে না। এর জন্য জ্ঞানী পুরুষ ই যথার্থ ক্রিয়াকারী উপায় বলতে পারেন। পরম পূজ্য দাদা ভগবান, যিনি এই কালের জ্ঞানী হয়েছেন, তিনি ছোট্ট, সুন্দর আর সম্পূর্ণ ক্রিয়াকারী উপায় বলেছেন যে প্রত্যেক দিন সকালে হৃদয়পূর্বক পাঁচ বার এইটুকু প্রার্থনা করবে যে 'প্রাপ্ত মন-বচন-কায়া দ্বারা এই জগতে কোন ও জীবের কিঞ্চিৎমাত্র ও দুঃখ না হয়, না হয়, না হয়।' এর পরে আপনার দায়িত্ব থাকবে না। কোন ও জীব কে মারার আমাদের অধিকার একেবারেই নেই, কারণ আমরা ওদের বানাতে পারি না !

সংসারে দুঃখ কেন আছে ? তার রূট কজ অজ্ঞানতা ! আমি স্বয়ং কে ? আমার আসল স্বরূপ কি ? এসব না জানাতে সমস্ত দুঃখ মাথায় এসে গেছে। বাস্তবে 'আত্মজ্ঞানীদের' এই সংসারে একটা ও দুঃখ স্পর্শ হয় না !

যদি আপনাদের সুখী হতে হয় তো সদা বর্তমানে ই থাকবেন ! ভূতকাল চলে গেছে, তো গেছে। ও আবার ফিরে কখনো আসে না আর ভবিষ্যত কাল কারো হাতে নেই। তাকে কেউ জানে ও না। তো 'বর্তমানে থাকে সে সদা জ্ঞানী' !

গৃহস্তী জীবনে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, মা-বাবা, ইত্যাদির দিক থেকে আমাদের যে দুঃখ মেলে, ও আমাদের ই মোহের রিঅ্যাকশনে মেলে। বীতরাগ দের কিছু ভুগতে হয় না, জীবনে। পরম পূজ্য দাদা ভগবান একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে ঘর একটা কোম্পানী। এই কোম্পানীতে ঘরের সবাই শেয়ার হোল্ডারস। যার যতটা শেয়ার, ততটা তার ভাগে ভোগ করার আসবে। তাতে সুখ হয় অথবা দুঃখ ! মুনাফা হয় অথবা লোকসান !

ভগবান বলেছেন যে অন্তর সুখ আর বাহ্য সুখের ব্যাল্যান্স রাখা উচিত। বাহ্য সুখ বাড়বে তো অন্তর সুখ কম হয়ে যাবে আর অন্তর সুখ বাড়বে তো বাহ্য সুখ কম হয়ে যাবে।

চিন্তা হওয়ার কারণ কি ? অহংকার, কর্তাপন। ও চলে যায় তো চিন্তা চলে যায়।

প্রকৃতির আসলে ন্যায় কি হয় ? আমরা আমাদের ভুল থেকে কি ভাবে ছাড়াবো ? নিজদোষ ক্ষয় কি ভাবে করা যাবে ? এই সমস্ত প্রশ্ন কে দাদাশ্রী সহজভাবে সমাধান করার রাস্তা প্রস্তুত পুস্তকে বলেছেন।

ডা. নীরুবেন অমীনের

জয় সচ্চিদানন্দ

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ 'দাদা ভগবান'এর সাক্ষীতে, দেহধারী ..... (যার প্রতি দোষ হয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম) এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন, এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনার সাক্ষীতে, আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি। আমাকে ক্ষমা করুন আর আবার এমন দোষ কখনো না করি, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি। তার জন্য আমাকে পরম শক্তি দিন।

** ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, বিষয়-বিকার, কষায় ইত্যাদি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে যা ই দুঃখ দেওয়া হয়েছে, সেই সব দোষ কে মনে মনে স্মরণ করবে।

অনুক্রমণিকা

		পৃষ্ঠ ন.
1.	ব্যবহারের বিশেষ দুটো কথা	1
2.	মারার অধিকার কার ?	2
3.	সুখ-দুঃখের বাস্তবিক স্বরূপ	5
4.	সুখ প্রাপ্তির কারণ	10
5.	কি আপনার দুঃখ আছে ?	11
6.	উর্ধগতির Laws (নিয়ম)	14
7.	প্রকৃতির ব্যবস্থার প্রমাণ	19
8.	জ্ঞানী' মেলে তো কি নেবে ?	20
9.	ব্যবসায় ধর্ম রেখেছ ?	21
10.	আন্ডারহেন্ডের আন্ডারহেন্ড হতে পারবে ?	22
11.	বর্তমানে থাকবে কিভাবে ?	24
12.	অন্তর সুখ-বাহ্য সুখের ব্যালেন্স	25
13.	মনুষ্য চিন্তা মুক্ত হতে পারে ?	27
14.	আপনি কি শঙ্করের ভক্ত ?	32
15.	মা-বাবার দায়িত্ব কতটুকু ?	34
16.	ব্যবহার নিঃশেষের ইকোয়েশন	35
17.	হিসাবী ব্যবহার কে কতদিন রিয়েল মানবে ?	38
18.	ব্যবহারের হিসাবী সম্বন্ধে সমাধান কিভাবে ?	44
19.	গৃহস্থী তে মতভেদ, সল্যুশন কিভাবে ?	46
20.	বৌ এর সাথে এড্জাস্টমেন্টের চাবি	48
21.	ব্যবহারে শঙ্কা ? সমাধান, বিজ্ঞান দ্বারা	50
22.	আগের জন্মের বৌ এর কি	51
23.	ভিয়ু পয়েন্টের মতভেদ,উপায় কি ?	52
24.	সংসার – নিজের ই হস্তক্ষেপের প্রতিদ্ধনি	54
25.	কত লোকসান সহ্য করবে ? এক কি দুই ?	56
26.	নিমিত্ত কে নিমিত্ত মনে করে, তো ?	58
27.	প্রকৃতির আসল ন্যায়	59
28.	নিজের ভুল থেকে ছাড়াবে কিভাবে ?	63
29.	'নিজদোষ ক্ষয়' এর সাধন	64

সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি

ব্যবহারের বিশেষ দুটো কথা

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যেক মানুষ যে জন্ম নেয়, তার ব্যবহারে কর্তব্য কি ?

দাদাশ্রী : এই যে বৃক্ষ হয়, তার কর্তব্য কি হয় ? সে নিজে নিজেই মাটি থেকে জল পান করে আর ফল অন্যদের দেয় । বৃক্ষ কে ফের আপনি কিছু বদলে দেন ? এমন আপনি সারা দিন সবাই কে সুখ দেবেন, কাউকে দুঃখ দেবেন না । তাহলে আপনি সুখ পেয়ে যাবেন । আর কিছু না, এতটুকু ই বুঝতে হবে । এখন দুঃখ আসে তো বুঝে নেবেন যে এ আগের নিজের কোন হিসাব আছে, সেখান থেকে এসেছে কিন্তু এখন তো অন্য কে সুখ দেবার ব্যবসা ই করতে হবে ।

বুদ্ধির অপব্যবহার করবে তো পরে মেন্টাল (মানসিক/পাগল) হয়ে যাবে । যে সবাই কে ফাঁসায়, সে বুদ্ধির অপব্যবহার এর বিনা কোন মানুষ কে ফাঁসাতে পারে না । চোখের অপব্যবহার হয় তো পরের জন্মে চোখ পাবে না । কম অপব্যবহার করে তো চোখ পাবে কিন্তু তার দুঃখ ই থাকবে আর সম্পূর্ণ দর্শন হবে না (সম্পূর্ণ দৃষ্টি হবে না), এমন সম্পূর্ণ ফায়দা পাবে না । হাতের অপব্যবহার করে তো হাত পাবে না আর বাণীর অপব্যবহার করে তো সম্পূর্ণ বাণী ই চলে যাবে । সব ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত ।

দ্বিতীয় কথা ভগবান কি বলেছেন যে বিনা হকের কোন জিনিস নেবে না । বিনা হক মানে কোন জিনিস যা তোমার মালিকানার না, সেখানে তুমি দৃষ্টি ও বিগড়াবে না । এই লোকেরা রাস্তায় ঘোরে তো কোন স্ত্রী ভাল দেখে তো তার দৃষ্টি বিগড়ে যায় । যে মনুষ্য ভগবান কে মানে, সেই লোক তো এমন হওয়া উচিত না । কারণ সেই স্ত্রী অন্যের । তোমার জন্য বিনা হকের, তোমার হক নেই ওর উপরে । মনুষ্যের মধ্যে ও খারাপ বিচার আসে, তো মনুষ্য তে আর পশু তে কি ফারাক থাকলো ? দৃষ্টি ও খারাপ না হওয়া উচিত, মন ও না বিগড়ানো উচিত । নয় তো তার

অনেক ঝুঁকি আছে। বিনা হকের বিষয় ভোগা উচিত না। কোরানে ও লেখা আছে চাই তো চার বার বিয়ে কর কিন্তু অন্যের স্ত্রীর উপরে দৃষ্টি বিগড়াবে না। অনের স্ত্রীর উপরে দৃষ্টি বিগড়ায় তো তাকে বিনা হকের ভোগা বলা হয়। আমার এতটুকু কথা সবার বোধে এসে যায় তো হিন্দুস্থান দেবলোক যেমন হয়ে যাবে।

(কেবল) হকের বিষয় ভোগা উচিত। বিনা হকের বিষয় থেকে অনেক লোকসান হয়ে যায়, সবার মাইন্ড ফ্রেকচার হয়ে যায়। স্ত্রীর মাইন্ড ফ্রেকচার হয়ে যায় আর পুরুষের মাইন্ড ও ফ্রেক্চার হয়ে যায়। নিজের হকের বিষয় ভোগতে ফীয়ের (ভয়) লাগে না আর বিনা হকের টাতে অনেক ভয় লাগে, বিশ্বাসঘাত হয়। যে বিনা হকের পয়সা হয়, সেটা ও না নেওয়া উচিত। প্রকৃতি যা কিছু দিয়েছে সেটাই তোমার হকের, সেটাই তোমার জন্য। এই সব সেকেন্ডেরী স্টেজের কথা বলছি। যে রীয়েলের কথা, সেই স্টেজ তো অনেক উঁচু। সেই রীয়েল জানতে হয় আর আপনার বোধে এসে যায় তো আমার কোন অসুবিধা নেই, আমি সেসব ও বলে দেব। সব বলে দেব। জ্ঞান ও দিয়ে দেব আর সেল্ফ রিয়েলাইজেশন (আত্মসাক্ষাৎকার) ও হয়ে যাবে।

মারার অধিকার কার ?

যে সব ক্রিয়েশন আছে, তার ভিতরে ভগবান নেই। ক্রিয়েশন তো ম্যানমেড (মানব নির্মিত) হয়। ম্যান মেড এ ভগবান নেই। ক্রীচার্স (প্রাণী) র ভিতরে ভগবান আছেন, সেই দায়িত্ব বুঝে নেবে। ক্রিয়েশন কে ভেঙ্গে ফেল, তার মালিক কে জিজ্ঞাসা করে, তো কোন পাপ লাগবে না। ক্রীচার্স কে মেরে ফেল তো পাপ লাগবে, কারণ ভিতরে ভগবান বসে আছেন। এই বাগ্স (ছাড়পোকা) হয় যে, ওদের কখনো মেরেছ ?

প্রশ্নকর্তা : ওদের তো দেখলেই মেরে ফেলি।

দাদাশ্রী : এমন ! এত শক্তিশালী মানুষ (!!)

প্রশ্নকর্তা : এমন অনেক লোক আছে কিন্তু এখানে বসার পরে এমন বলে না যে আমি মেরেছি।

দাদাশ্রী : কিন্তু দায়িত্ব তো তার ই কি না, মারার ? ছাড়পোকা মারলে আবার ছাড়পোকা কামড়ায় না কখনো ? কামড়ানো বন্ধ হয়ে যায় কি ?

প্রশ্নকর্তা : অন্য এসে যায়।

দাদাশ্রী : এই বড় বড় মজবুত লোক ও যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন এই ছাড়পোকা তাদের কাছে খাবার খেতে আসে (রক্ত চোষে)। ঘুমের মধ্যে সারা রাত কামড়ায়। সে জেগে ওঠার পরে খেতে দেয় না। কিন্তু কোন ছাড়পোকা ক্ষুধার্ত থাকে না! ওদের খাবার ই ব্লাড (রক্ত)। সব লোকেরা শুয়ে পড়ে তো ওরা সারা রাত খায়, তাহলে ফের জেগে থাকতে ও খেতে দাও না! হোটেল চালু রাখ। মশা ও কামড়ায়? তার কি কর?

প্রশ্নকর্তা : মেরে ফেলি।

দাদাশ্রী : ও কার দায়িত্ব?! কোন সাইন্টিস্ট একটা ও মশা বানাতে পারবে না। একটা মশা ও কেউ বানাতে পারবে?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তাহলে আবার, যে জিনিস আমরা বানাতে পারবো না, তাকে মারার অধিকার নেই। যা বানাতে পারি, তাকেই ভাঙ্গার অধিকার আছে। পুলিসওয়ালা যদি গালা-গাল দেয়, তো কি কর? তাকে মার?

প্রশ্নকর্তা : তাদের সামনে তো চুপ ই থাকতে হয়।

দাদাশ্রী : আর বাঘের সামনে, সিংহের সামনে কি হয়?

সব জীবের ভিতরে ভগবান আছেন, তো কোন ও জীব কে তুমি মারবে কি?

প্রশ্নকর্তা : না, এমন করা উচিত না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমাদের থেকে কোন ও জীবের দুঃখ না হয়, এমন করতে হবে। ছোট থেকে ছোট জীব হয় তাহলেও ওর দুঃখ না হয় এভাবে চলবে, এভাবে থাকবে। ঘরে কাউকে দুঃখ দাও? মাদার (মা) কে, ফাদার (বাবা) কে?

প্রশ্নকর্তা : একটু ও না।

দাদাশ্রী : তাহলে কাকে দুঃখ দাও?

প্রশ্নকর্তা : কাউকেই না।

দাদাশ্রী : আর তোমাকে কেউ দুঃখ দেয় ? কে দেয় ?

প্রশ্নকর্তা : ঘরে কেউ দেয় না, কিন্তু বাইরে সবাই দুঃখ দেয় ।

দাদাশ্রী : শ-দুই শ লোকে দুঃখ দেয় কি দুই-চার জন লোকে দুঃখ দেয় ?

প্রশ্নকর্তা : দুই-চার ।

দাদাশ্রী : ওহোহোহো ! এত বড় জগতে দুই-চার এর কি হিসাব ?! এখানে পুরা রুম (কামরা) মশায় ভরা হয় আর সব মশা কামড়ায় তো ঠিক কথা । (কিন্তু) এ তো দুই-চার মশা কামড়ায় তাহলে কি বড় কথা হয় ?!

প্রশ্নকর্তা : দুই জন ই লোক দুঃখ দেবার থাকে তাহলেও অনেক হয় ।

দাদাশ্রী : এমন ? তুমি কাউকে দুঃখ না দাও তো বাইরের কেউ ও দুঃখ দেবে না । তুমি কখনো কাউকে দুঃখ দিয়েছিলে ? দুঃখ না দিলে তো আমাদের কেউ দুঃখ দেয় না । আমাকে কেউ দুঃখ দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা : আমার বিশ্বাস আছে যে এই জন্মে আমি কাউকে দুঃখ দিই নি, তবুও লোকে আমাকে দুঃখ দেয় ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও এই জন্মের হবে না, তো ও আগের হিসাব হবে । এই জন্মের হিসাবের খাতায় পাবে না, এ আগের হিসাবের খাতার হবে । কিন্তু কিছু না কিছু তো হবে তো ? ও সব আগের হিসাবের খাতার চলতে পারে এখন । তোমাকে অনেক দুঃখ দেয় ? মার-পিট করে ? জেলে রেখে দেয় ? কি দুঃখ দেয় ? দ্যাখ, দুঃখ তো কাকে বলা হয় যে কোন লোক তোমাকে খাবার দেয় না তাহলে তোমার দুঃখ হয়, শোবার জায়গা মেলে না তো দুঃখ হয়, কাপড় পড়তে না মেলে তো দুঃখ হয় । তাহলে তোমার কি কাপড় পড়তে মেলে না ?

প্রশ্নকর্তা : ও সব তো পেয়ে যাই ।

দাদাশ্রী : তাহলে কি দুঃখ আছে তোমার ? তোমাকে যে দুঃখ দেয়, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তো আমি বলে দেব যে এর কি হিসাব আছে, এর হিসাব পুরা করে দাও, সব জমা করে দাও, খাতা বন্ধ করে দাও । এমন করবে তো ? হ্যাঁ, ডেকে নাও । আমি ওর খাতা পুরা করিয়ে দেব । তো সব দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

এখানে এসেছে, আমার সাক্ষাৎ করেছে, তো তার কাছে কোন দুঃখ থাকেই না।

সুখ-দুঃখের বাস্তবিক স্বরূপ

এই জগতে দুঃখ হয় ই না। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য দুঃখী, ও রং বিলীফের জন্য দুঃখী। আর সারা দিন কি বলে, 'আমি কত দুঃখী, আমি কত দুঃখী।' ওদের জিজ্ঞাসা কর যে, 'আজ খাবার ভাত আছে? তেল আছে? সব কিছু আছে, তো তোমার কোন দুঃখ নেই।' কিন্তু ওয়াইফ (স্ত্রী) র সাথে ঝগড়া করে, ছেলের সাথে ঝগড়া করে আর দুঃখী হয়।

জগতের নিয়ম কি? আপনার আগামী জন্মে কি কি চাই, তার টেন্ডার ভর। কারণ আপনার *উপরী* (বস, বরিষ্ঠ) কেউ নেই। যা আছে ও আপনি নিজেই। কিন্তু আপনি যত মাইলে আছেন, সেই মাইলের জিনিস ই আপনি পাবেন, অন্য মাইলের জিনিস পাবেন না! আপনি ৯৭ মাইলে আছেন তো ৯৭ মাইলে যা কিছু আপনার চাই, ও বলে দেবেন, তো আপনি বলে দেবেন যে 'আমার থাকার জন্য ঘর চাই, তিন রুম (কামরা) চাই।' ও সব লিখে দিনিয়েছেন। ফের ততটুকু ই জিনিস আপনার মেলে। তাহলে আবার দুঃখ কি করে হয়? যে আমার কাছে তিন রুম আছে আর আমার ফ্রেন্ড (বন্ধু) এর কাছে নটা রুম আছে। এ হয়ে গেল দুঃখ শুরু, বিগিনিং অফ মিজারি আর টেন্ডারে শুধু বউ লিখেছিলে, কিন্তু পূর্তির সময় শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-শালী, ও সব সাথে আসবে। আপনি বুঝতে পারছেন তো? এক বৌয়ের জন্য কত দায়িত্ব নিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই সংসারে প্রাণী দুঃখী কেন হয়? এর নিদান কি? এর থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে।

দাদাশ্রী : কোন ও প্রাণীর যে দুঃখ আছে, তো ও তার অজ্ঞানতার জন্য। চার জন লোক এই পথের বদলে ঐ পথে চলে যায় তো ওদের দুঃখ হয় কি না? ব্যাস, এমন ই দুঃখ। অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ হয় আর জ্ঞান থেকে সুখ হয়। অজ্ঞানতায় মায়ার আমাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় আর জ্ঞান থেকে ভগবানের নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়।

একজন বড় শেঠ ছিল, সে মদ না খায় তখন পর্যন্ত তো কেমন ভাল ভাল কথা

বলে। ফের মদের এক বোতল খেয়ে নেয়, তো কোন আলাদা ই কথা বলে। ও কোন শক্তি কাজ করে ?

প্রশ্নকর্তা : মদ কাজ করে।

দাদাশ্রী : তো এই জগত ও মদেই চলে, কিন্তু এ মোহ রূপী ব্রান্ডী (মদ) থেকে চলছে। মনুষ্যের মোহ চলে যায়, তো সমাধি হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ট্রেনে আসার সময় প্লেটফর্মে একজন অন্ধ কে দেখি, তখন আমার মনে হয় যে জগতে সবাই দুঃখী।

দাদাশ্রী : জগতে দুই প্রকারের অন্ধ মনুষ্য আছে। এক তো অন্ধ যেমন আপনি দেখেছিলেন, যার চোখ ছিল না আর অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর দ্বিতীয়, এই ওর্ল্ডে যে সব লোক আছে, ওরা ও অন্ধ। চোখে অন্ধ, সে নিজে নিজের লোকসান করে না আর এই অন্য লোকেরা নিজে নিজের সারা দিন লোকসান ই করতে থাকে। ও ভগবানের ভাষায় চোখে দেখে তবু ও অন্ধ।

ভগবানের তো একটাই ভাষা আছে আর লোকের সবার আলাদা-আলাদা ভাষা হয়। তুমি বৌ কে ডিভোর্স দেবে দ্বিতীয় জন বলবে আমার বৌ চাই। তোমার ভাষায় ও বৌ খুব খারাপ আর দ্বিতীয় জনের ভাষায় সে খুব ভাল। কিন্তু ভগবানের ভাষায় দুজনের কথায় ই ভুল। এ লোকের ভাষার কথা।

জগতে দুঃখ হয় ই না। কিন্তু অন্ধ হয়, এরজন্য দুঃখ মনে হয়। যখন ধীরে-ধীরে চোখ খোলে, তখন একটু-একটু সুখ লাগে। আবার যখন সম্পূর্ণ চোখ খোলে তো দুঃখ হয় ই না জগতে। জগতে দুঃখ হয় ই না কখনো। সমস্ত দুঃখ নিজের নিজের 'ভাষা' তে ই আছে। যদি অন্ধ না হত, তো দুঃখ ই নেই। সেইজন্য বীতরাগ ভগবান বলেছিলেন যে সমকিত করে নাও। সমকিত হলে একটু-একটু চোখ খুলবে আর একটু-একটু সুখ বাড়বে। সম্পূর্ণ চোখ খুলে যায় মানে মোক্ষ হয়ে গেল।

রং বিলীফ কে মিথ্যা দর্শন বলে আর রাইট বিলীফ কে সম্যক দর্শন বলে। মিথ্যা দর্শন থেকে ভৌতিক সুখ মেলে। ও আরোপিত সুখ, আসল সুখ না। আসল সুখ আত্মাতে আছে। কিন্তু এ কি বলে যে এই জিলাপি তে সুখ আছে। জিলাপি তে সুখ হয় ই না। কিন্তু কিছু লোক বলবে যে জিলাপি তে সুখ আছে আর অন্য লোকে বলবে যে জিলাপি আমার পছন্দ না। কিছু লোক জিলাপি তে হাত ও লাগায় না। এ

তো যেমন ভাব করেছে তেমন ভিতর থেকে ই সুখ বের হয়। আত্মার সুখ আরোপিত করে যে জিলাপি তে সুখ আছে, ফের জিলাপি খায় তো তার ভাল লাগে। আমি তো সারা জীবনে একটা ঘড়ি ও আনি নি। কারণ এতে কি সুখ ? সুখ তো আত্মার ভিতরে আছে। ও স্বতন্ত্র সুখ। আমাকে জেলে নিয়ে যায় তাতে ও আমার ভাল লাগবে যে আমি ঘরে থাকি, তো দরজা ও আমাকে নিজেই বন্ধ করতে হয়, এখানে তো পুলিসওয়ালা দরজা বন্ধ করবে। আমার তো ফায়দা ই। এমন দৃষ্টি বদলে যায় তো কোন অসুবিধা আছে আবার ? অসুবিধা সব লৌকিক দৃষ্টি তে হয়। সেই লৌকিক দৃষ্টি সব রং বিলীফ। সব লোকেরা যেখানে সুখ মনে করে, তাতে আপনি ও সুখ মনে করেন, ও রং বিলীফ। সব লোকেরা যেখানে সুখ মনে করে, কিন্তু সেখান থেকে সুখ তো মেলেই না আর ও আরোপিত ভাব ই হয়। সেই সুখ এর পরে আবার দুঃখ আসে। আপনি দুঃখ দেখেছেন কখনো ? আমি পঁচিশ বছর থেকে কখনো দুঃখ দেখি ই নি। সুখ ও না, দুঃখ ও না, আমার তো নিরন্তর পরমানন্দ আছে, সুখ আর দুঃখ, ও তো বেদনা। যার আম পছন্দ, সে আম খায় তো তার শীতলতা হয়ে যায়। ও *শাতা* (সুখ পরিনাম) বেদনীয় আর যার আম পছন্দ না, যদি তাকে আম খাওয়াও তো তার *অশাতা* (দুঃখ পরিণাম) হয়। এ অশাতা বেদনীয়। এই বেদনীয় সাচ্চা সুখ হয় না। ও সাচ্চা সুখ তো সনাতন সুখ হয়।

যেমন মাছ ছট্‌ফট্ করে, তেমন সারা দিন সারা জগত ছট্‌ফট্ করছে। চিন্তা হয়ে যায় তো ফের সে রিলেটিভ এড্‌জাস্টমেন্ট করে। নয় তো অন্য কোন মেডিসিন (ওষুধ) লাগাবে ? সিনেমায় যায়। কিন্তু এদের জানা নেই যে এই ওষুধে কি ফায়দা? এতে তো সে অধোগতিতে যাবে। ভিতরে খুঁত হয়ে গেছে, চিন্তা হয়ে গেছে, সেই সময় যদি কোন যোগাসনে বসে যায়, ভজনে বসে যায় আর পছন্দ না হয় তাহলে ও স্ট্রং থাকে তো সে উপরে ওঠে। যা পছন্দ হয়, সেখানে মূর্ছিত হয় আর সে নীচে চলে যায়। এমন সিনেমায় গেলে নীচে চলে যাবে। 'পছন্দ হয় না' ও সব আত্মার ভিটামিন কিন্তু তার খেয়াল নেই।

এক সেকেন্ড ও ক্লেশ করার জন্য এই ওয়ার্ল্ড (জগত) না। যা হয়ে যাচ্ছে ও ন্যায় ই হয়ে যাচ্ছে। কোর্টের ন্যায় তো পক্ষপাতী হয়, ভুল ও হয়। কিন্তু প্রকৃতির ন্যায় তো আসলতে ন্যায় ই হয়। যে দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখে যাচ্ছে, সে একেবারে করেক্ট (সঠিক) দেখতে পায়। কিন্তু যার কাছে সেই দৃষ্টি নেই, তার বোধে আসবে না, তখন পর্যন্ত সে দুঃখী ই হতে থাকবে।

কেবল রিয়েল ভ্যিউ পইন্ট (দৃষ্টিপথ) চলবে না, রিলেটিভ ভ্যিউ পয়েন্ট প্রথমে চাই। দুঃখ রিলেটিভে আছে আর সমস্ত জগত ই দুঃখী। রিয়েলে দুঃখ হয় না। রিয়েলে দৃষ্টি পেয়ে যায়, ফের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত দৃষ্টি রিলেটিভেই আছে। আমি আপনার রিলেটিভ দৃষ্টি কে রিয়েল করে দেব, তো ফের আপনার আনন্দ ই থাকবে। মাত্র দৃষ্টির ই ফারাক। আমি এই সাইড দেখি, আপনি ও সাইড দেখেন।

যেখানে সচ্চিদানন্দ হয়, সেখানে কোনো দুঃখ হয় না আর দুঃখ আছে সেখানে সচ্চিদানন্দ হয় না।

প্রশ্নকর্তা : এখন আমি মানছি যে দুঃখ হয় ই না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, দুঃখ তো হয় ই না। দুঃখ তো শুধু রং বিলীফ ই হয়। যার রং বিলীফ আছে, সেখানে দুঃখ আছে। যার রং বিলীফ নেই, সেখানে দুঃখ ই নেই।

প্রশ্নকর্তা : আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তো দুঃখ হয় ই না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এমন কথা বললে তো চলবে না। অধ্যাত্ম তে তো কোন দুঃখ হয় ই না কিন্তু এমন ব্যবহারে চলবে না। প্রত্যেক মানুষের দুঃখ হয়, এটা ফেক্ট (সত্য) আর 'জ্ঞানী পুরুষ' এর তো আধি, ব্যাধি আর উপাধি তে ও সমাধি থাকে, এটাও ফেক্ট। আপনার কখনো দুঃখ হয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি মানছি যে অধ্যাত্ম তে দুঃখ হয় ই না।

দাদাশ্রী : ও তো আপনার মান্যতাতে আছে, আপনার বিলীফে এমন আছে যে দুঃখ নেই ই। কিন্তু আপনার তো দুঃখ আছে কি নেই ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো বেদনা আছে।

দাদাশ্রী : বেদনা ? তো বেদনা ই দুঃখ।

প্রশ্নকর্তা : দুঃখ মনের হবে, বেদনা শরীরের হবে।

দাদাশ্রী : না, বেদনা মনের ই হয়। শরীরের ও বেদনা হয়। কিন্তু বেদনা কেন বলেছে ? যে মন আছে সেইজন্য বেদনা বলেছে, মন না হত তো বেদনা হত না, মনের ই বেদনা হয়।

সমস্ত জগত অন্ধশ্রদ্ধাতে চলে। এই জল খায়, তো ওতে কেউ পইজন (বিষ) দেয়নি তার কি গেরান্টী আছে ? কিন্তু অন্ধশ্রদ্ধায় সে জল খায় কি না ?! এই খাবার খায়, ওতে কি মিশিয়েছে, তার কি কোন গেরান্টী আছে ? কিন্তু জগতে সবাই অন্ধশ্রদ্ধাতেই থাকে।

প্রশ্নকর্তা : শ্রদ্ধার শক্তি তে আমাদের দুঃখ আমরা ভুলতে পারি কি না ?

দাদাশ্রী : শ্রদ্ধা দুই প্রকারের হয় - এক রং বিলীফ আর এক রাইট বিলীফ। আপনি রং বিলীফের শ্রদ্ধায় কোন ফায়দা পাবেন না। কিছু সময় শান্তি থাকবে, কিন্তু সম্পূর্ণ ফায়দা পাবেন না, প্রব্লেম সল্‌ভ হয়ে যাবে না। আপনার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : রবীন্দ্র।

দাদাশ্রী : কি আপনি সত্যিকরে রবীন্দ্র ? আপনি রবীন্দ্র এটা সত্যি কথা ?

প্রশ্নকর্তা : আমার তো সত্যি মনে হয়।

দাদাশ্রী : এ তো আপনার নাম, এ পরিচয়ের জন্য, কিন্তু আপনি কে ?

প্রশ্নকর্তা : এটা চেনার কোথায় শক্তি (ক্ষমতা) আছে ?

দাদাশ্রী : তাকে চেনার প্রয়োজন আছে। আপনি রবীন্দ্র, এটা আমরা ও জানি, ও চেনার জন্য। কিন্তু আপনার এমন শ্রদ্ধা হয়ে গেছে যে আমি রবীন্দ্র ই হই। এটা রং বিলীফ।

প্রশ্নকর্তা : তো সঠিক বিলীফ কি ?

দাদাশ্রী : সেই সঠিক বিলীফ 'জ্ঞানী পুরুষ' দিয়ে দেন। সব রং বিলীফ ফ্রেক্‌চার করেন আর রাইট বিলীফ দিয়ে দেন।

নিজের স্বরূপ জেনে নিয়েছে, তাহলে একদম শান্তি থাকে। যে পর্যন্ত এটা জানে নি, সে পর্যন্ত দুঃখ আছে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর কৃপাতে নিজের পরিচয় হতে

পারে। ফের সব দুঃখ চলে যায়। আশেপাশে দুঃখ হয়, তাতেও সমাধি থাকে, তার নাম বীতরাগ বিজ্ঞান। কেউ গালি দেয় তবুও সুখ যায় না। আর এই সংসারের সব লোকেরা কি করে ? কেউ গালি দেয় তো সহ্য করে নেয়। কিন্তু যখন নিজের পরিচয় হয়ে যায়, তো ফের কিছু সহ্য করতে হয় না। এত আনন্দ হয় যে ফের কোন দুঃখ স্পর্শ করেই না।

সুখ প্রাপ্তির কারণ

কোন ও লোককে বিরক্ত করা উচিত না। মানব ধর্ম তো থাকতে হবে কি না? মানব ধর্ম কি বলে যে আপনি সুখ কখন পাবেন ? যখন আপনি অন্যদের সুখ দেবেন তখন আপনি সুখ পাবেন। অন্যদের যখন দুঃখ দেবেন তখন আপনি দুঃখ পাবেন। সেই জন্য সবাই কে সুখ দেবেন। এতে ফার্স্ট প্রিফারেস মনুষ্য। সেটাই মানব ধর্ম। এর থেকে আগে ও ধর্ম আছে, ও লাস্ট (অন্তিম) ধর্ম। তাতে মনে ও হিংসা না হওয়া উচিত।

এক জন লোক রাস্তায় চলে যাচ্ছে আর সামনে থেকে এক স্কুটারওয়ালা আসে আর ধাক্কা লেগে যায়, এক্সিডেন্ট হয়। রাস্তায় আসা-যাওয়া লোক হয়, তাদের ভিতরে দুঃখ হয়ে যাবে, তো কোন লোকে তো নিজের ধুতি ছিঁড়ে তাকে বেঁধে দেয়। একশ টাকার ধুতি, কিন্তু সেই সময় হিসাব দেখে না যে আমি কি করছি। যখন ধুতি ছিঁড়ে বাঁধবে, তখন ওর আনন্দ হয়। ধুতি ছিঁড়ে ফেলেছে, তার প্রতিদান সেই সময় পেয়ে যায়। কারণ তোমার যে জিনিস, ও অন্যের জন্য দিয়েছ, তাতে আনন্দ ই হয়। নিজের জন্য লাগালে আনন্দ হয় না।

আমার লাইফ এমন আগের থেকেই অন্যের জন্য ই। আমি কখনো আমার জন্য কিছু করি ই নি। তো আমার কত আনন্দ হবে ! সেই সময় আমার জ্ঞান ছিল না, তো ও আমি কি করতাম যে 'ভাই, আপনার কি কষ্ট আছে ? আপনার কি কষ্ট আছে ?' এমন সবাইকে জিজ্ঞাসা করতাম আর হেল্প করতাম।

প্রশ্নকর্তা : ভূতকাল ভোলা যায় না তো কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : ভূতকাল, Past time gone for ever ! Don't worry for past time! (ভুত কাল চিরদিনের জন্য চলে গেছে ! ভূত কালের জন্য উদ্বিগ্ন হবে না।) যে ভূতকাল হয়ে গেছে, তার জন্য তো কোন ফুলিস (মূর্খ) মানুষ ও চিন্তা করে না। তো

ভূতকাল গন, ওর চিন্তা করবে না আর ভবিষ্যৎ কাল 'ব্যবস্থিত'এর হাতে। তো আমাদের কি করতে হবে ? বর্তমানে থাকবে। এখন আমি ওদিকে আসি তো, তখন আমি তোমার সাথে কথা বলি, তাকে শান্তিতে শুনবে। অন্য কোন জিনিসের খোঁজ করবে না। এভাবে বর্তমানে থাকবে।

ইংরেজিতে যা বলে যে 'work while you work & play while you play' (কাজ সময় কাজ করবে আর খেলার সময় খেলবে)। তো ওখানে ফরেনে অনেক লোকের এমন থাকে আর এখানে কোন লোকের এমন থাকে না, কারণ এখানে বিকল্পী লোক আছে।

যার হাতে বর্তমান এসে গেছে, তাকে ভগবান থেকে ও উঁচু পদ বলা হয়।

কি আপনার দুঃখ আছে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি খুব প্রামাণিকতায় চাকরি করেছি, তবুও আজকাল আমার মাথায় ঝামেলা অনেক আছে, কখনো কখনো রাত্রে ঘুম ও আসে না। আপনি কোন রাস্তা দেখান।

দাদাশ্রী : আরে, কিসেরজন্য ঝামেলার চিন্তা করে ঘুরে বেড়ান ? সারা জগতের ঝামেলা মাথায় নিয়ে রেখেছেন, এ তো ওভার ওয়াইজনেস। come to the wiseness !! (বুদ্ধিমানতায় চলে আসুন !!) আর বলবেন যে 'আমার কোন কষ্ট নেই। আমার মত কোন সুখী লোক নেই।' রাত্রে একটু খিচুড়ী আর একটু সব্জী মেলে তো ফের সারা রাত শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। আপনি প্রামাণিকতায় সার্বিস করেছেন, তাহলে আপনার কাছে ভগবানে সার্টিফিকেট আছে, নয় তো এই কালে এমন সার্টিফিকেট কোথায় পাবেন। দ্যাখ না, তবু মাথায় কত বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়ান ! এখন ঘরে গিয়ে বৌ কে, বাচ্চাকে বলে দেবন যে, 'আমাকে ভগবান অনেক দিয়েছেন আর আমার অনেক সুখ আছে।' এমন বলে সবার সাথে আরামে চা খাবেন। এই জগত আমাদের ই !!

কোথা থেকে এমন জ্ঞান এনেছেন ? এই ওভারওয়াইজর জ্ঞান আপনি কোথা থেকে এনেছেন ? সারা গ্রামের চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ান !! কিসের জন্য বুদ্ধি লাগান? বুদ্ধির কথা মত চলবেন তো একদিন বুদ্ধু হয়ে যাবেন। যত লোকে বুদ্ধি কে ডেভেলপ করতে গেছে তো সব বুদ্ধু হয়ে গেছে। বুদ্ধি তো লাইট (প্রকাশ) মাত্র।

লাইট এ কাজ করিয়ে নেবেন । আমি জ্ঞানী হয়ে ও আমার কাছে বুদ্ধি একেবারে নেই, আমি অবুধ আর আপনি তো বুদ্ধি চালান, তাকে ডেভেলপ করেন। বুদ্ধি কে বেশী ডেভেলপ করবেন না, নয় তো বুদ্ধু হয়ে যাবেন। বুদ্ধি তো ভিতরে বলে যে, 'আমাকে ফ্লেট না দেয়, তো কি হবে ?' এতে কি হবার আছে ?! আপনার ফ্লেটে ও থাকে, তো ওটা ওর ইচ্ছার কথা ? ওর পায়খানায় যাবার শক্তি ও নেই। তো থাকা জন কি করবে ? সে ও কর্মের গোলাম। এই সংসারে কারো দোষ হয় না। যার বাধা আসে, দোষ তার। আপনার কষ্ট হয় তো সেটা আপনার দোষ। এতে আপনার পাপ আছে আর সামনের জনের দোষ নেই, তার পুণ্য আছে। আজ সন্ধ্যায় খাবার তো পেয়ে যাবেন তো ? আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই তো ? ও সব পেয়ে যান তো অনেক হয়ে যাবে, আজ তো আমি দিল্লীর বাদশাহ। কালকের কথা কাল দেখা যাবে। কাল যদি ঘুম থাকে জাগেন আর বিছানা থেকে ওঠেন তো বুঝে নেবেন যে আজকের দিন পেয়ে গেছেন। দ্বিতীয় পরের চিন্তা ই করবেন না। ভগবান কি বলেন, 'আমি ওর জন্য চিন্তা করি আর সে নিজে নিজের জন্য চিন্তা করে, তো ফের আমি ছেড়ে দিই।' ভগবানের কাছে বাচ্চাদের মত থাকতে হবে। নিজের হাতে লাগাম নিতে হয় না। আর বুদ্ধি কে বলবেন যে, 'এখন তোমার কথা আমি শুনব না। আমার তোমার পরামর্শ পছন্দ হয় না,' এভাবে বুদ্ধি কে ইন্সাল্ট (অপমান) করে দেবেন। যে খারাপ কথা বলে, যার সাথে সঠিক মনে হয় না তো তার ইন্সাল্ট করে দেবেন। আমাদের কাছে কোন দুঃখ ই নেই, দুঃখ আসার ও নেই। শুধু উত্তেজিত হতে থাকে যে এমন হয়ে যাবে, তেমন হয়ে যাবে। আরে, কিছু ই হবার নেই, আমরা তো মালিক। মালিকের কি হবার আছে ?

সুখ ও দামী আর দুঃখ ও দামী। বিনামূল্যে তো কাউকে সুখ মেলে না আর দুঃখ ও মেলে না। দুঃখের মূল্য দিতে হয় তবেই দুঃখ মেলে। আমি মূল্য জমা করি নি, সেইজন্য আমার দুঃখ আসে না। এই ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ সব আপনার কাছে তৈয়ার আছে সেইজন্য আপনি ও সব ভরে দেন, আমার কাছে এসব কিছুই নেই। আমার তো এই সুখ ও চাই না আর দুঃখ ও চাই না। এই সব কল্পিত। ও তো কল্পনা করেছেন আপনি। কোন লোক বলে যে আমার লাড্ডু ঠিক লাগে না, তো তার ভাল লাগবে না। আর আপনার লাড্ডু ঠিক লাগে, তো আপনার ভাল লাগবে। আপনি কল্পনা করেছেন তো আপনার ভাল লাগে। নিজের আত্মার আনন্দ এতে দাও, তো ফের আনন্দ লাগে। কোন জিনিসে আনন্দ হয় না, ও তো আপনি কল্পনা করেছেন, তার কেরামতি। বাইরের কোন ও জিনিসে আনন্দ নেই। আনন্দ তো,

আমাদের নিজের ভিতরেই আছে। নিজের স্বরূপেই আনন্দ আছে।

রিয়েলী স্পিকিং (বাস্তবে), এই জগতে দুঃখ আর সুখ নেই। 'আমাদের এই দুঃখ আছে, ও দুঃখ আছে' ও সব By relative view point এ হয়, শুধু কল্পনা। আপনি বলেন যে, 'আমি পয়সার ঘুস নিই না।' এতেই আমার সুখ। আর অন্য জন বলে যে 'পয়সার ঘুস নিতে আমার সুখ হয়।' ও Relative view point হয়, not Real view point !

যখন পর্যন্ত ভৌতিক সুখ প্রিয় হয়, তখন পর্যন্ত ভগবান মেলে না। আমার ভৌতিক সুখ চাই না, এমন যদি নিশ্চিত করে নেন তো ভগবান মিলে যায়। আমি ও খাওয়া-দাওয়া করি কিন্তু আমার চাই না, তবুও এমনি এসে যায়। আমি আমার নিজের সুখ পেয়েছি, ফের আর কি চাই ? নিজের অনেক সুখ এসে যায়, তাকে সনাতন সুখ বলা হয়। অতীন্দিয় সুখের কিঞ্চিৎমাত্র টেস্ট (স্বাদ) করে নেয় তো অন্য সব ইন্দ্রিয় সুখ ফিকা লাগবে। অতীন্দ্রিয় সুখ না মেলে, তখন পর্যন্ত ইন্দ্রিয় সুখ ভাল লাগে। ইন্দ্রিয় সুখ রিলেটিভ সুখ হয়।

সাচ্চা সুখ কাকে বলা হয় যে, যে সুখ সনাতন হয়। একবার আসে তো ফের কখনো যায় ই না। আমরা এখন আধি তে আছি, ব্যাধি তে আছি কি উপাধি তে আছি?

প্রশ্নকর্তা : এমন বলা হয় যে সংসারী লোকেরা আধি, ব্যাধি আর উপাধিতে জড়িয়ে আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো আমরা কোথায় আছি ? আপনার কি মনে হয় ? আমি নিরন্তর সমাধি তে থাকি। কেউ গালি দেয় তো ও আমার সমাধি যায় না আর কেউ ফুল চড়ায় তো ও আমার সমাধি যায় না। আপনার তো ফুল চড়ায়, গালি দেয় তো সমাধি চলে যাবে। আপনাকে কেউ পায়ে পড়ে দর্শন করতে আসে তো আপনি ভয় পেয়ে যাবেন। আপনি মান ও হজম করতে পারবেন না আর অপমান ও হজম করতে পারবেন না। আমার তো মান মেলে তো ও অসুবিধা নেই আর অপমান মেলে তো ও অসুবিধা নেই। আমার এখানে ভ্যাল্যুএশন (মূল্যায়ন) এর ডিভ্যাল্যুএশন (অবমূল্যায়ন) হয়ে গেছে। সব জায়গায় অপমানের ডিভ্যাল্যুএশন ছিল, তো আমি তার ভ্যাল্যুএশন করে দিয়েছি আর মানের ভ্যাল্যুএশন ছিল, তার ডিভ্যাল্যুএশন করে দিয়েছি। দুটোকেই নর্মাল করে দিয়েছি।

উর্ধ্বগতির Laws (নিয়ম)

প্রশ্নকর্তা : জীবনে ত্রাস আছে আর পীড়া তে হয়রান, তার কোন মার্গ চাই।

দাদাশ্রী : হয়রানি ভাল লাগে না ?

প্রশ্নকর্তা : হয়রানি তে তো মানুষের আক্কেল আসে, নয় তো আক্কেল কখনো আসে না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো হয়রানি আপনার কাছে রাখুন। কেন ফেলে দেন ? আপনার হয়রানি পছন্দ ? হয়রানির রাস্তায় থাকবেন কি শান্তির রাস্তায় থাকবেন ? দুটো মার্গ আছে। শান্তি তে হয়রানি থাকে না। আপনার কোন মার্গ পছন্দ ?

প্রশ্নকর্তা : আমার তো শান্তির মার্গ পছন্দ। কিন্তু এই সময় হয়রানি আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো হয়রানির উপায় আছে। কিন্তু ফের শান্তির মার্গ আমাদের হাতে এসে যায়। শান্তি মার্গ আর হয়রানি মার্গ, দুটোর মিক্চার করবেন না। মিক্চার করবেন তো আপনি ফায়দা পাবেন না।

প্রশ্নকর্তা : এক টা ই মার্গ শান্তির রাখব।

দাদাশ্রী : ও ঠিক আছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যে ভাল করে, তার উপরে ই বেশী হয়রানি আসে, বেশী দুঃখ আসে। এমন কেন ?

দাদাশ্রী : যে ভাল করে, সেখানে হয়রানির ফার্স্ট প্রিফারেন্স হয় আর যে চোর হয়, বদমায়েশ হয়, তার জন্য হয়রানির প্রিফারেন্স হয় না।

প্রকৃতির কাজ কেমন ? প্রকৃতি কি বলে যে যারা অধোগতিতে যাবার হয়, তাদের হেল্প কর আর যে উর্ধ্বগতিতে যাবার হয়, তাদের ধরিয়ে দাও। চোর দোষ করেছে আর অধোগতিতে যাবার হয়, সেইজন্য তাকে প্রকৃতি ধরায় না। স্ট্রেট ফরোয়ার্ড (সোজা) মানুষ কে প্রকৃতি ধরিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা : ও যে হয়রানি আছে, ও শুধু আমার জন্য ই সীমিত থাকে, লিমিটেড থাকে তো ঠিক আছে, কিন্তু তাতে আমার ছেলে-মেয়েদের, সবার হয়রানি

হয়, তো এর এই তো মানে না যে প্রকৃতি আমাদের সবাই কে উর্ধগতিতে নিয়ে যেতে চায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পুরা ফ্যামিলি (পরিবার) উর্ধগতিতে যাবার। উর্ধগতিতে যাবার দের এই সংসারে রাগ হয় না, এমন জিনিস মেলে। তাদের পছন্দ হয় না, এমন হয়। অধোগতিতে যাবার দের মোহ বেশী বাড়ে আর উর্ধগতিতে যাবার দের মোহ ভেঙ্গে যায়। যেমন যার ছেলে ভাল হয়, মেয়ে ভাল হয়, তো সে ভগবানের নাম ভুলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : না, এমন হয় না। ভাল ছেলে-মেয়ে ওয়ালা ও ভগবানের নাম করে।

দাদাশ্রী : কিন্তু এতে মোহ বেশী বাড়ে। 'এই আমার ছেলে এমন, এই আমার মেয়ে এমন,' এমন তার মোহ হয়। প্রকৃতির নিয়ম কি হয় যে যাকে উর্ধগতিতে নিয়ে যাবার হয়, তাকে হেল্প করে।

প্রশ্নকর্তা : ও কিভাবে ?

দাদাশ্রী : রাগ না হয় এমন জিনিস দেয় যে যাতে সে এই সংসার ভাল না, এমন ওর বিলীফ হয়ে যায়। যার অধোগতিতে যাবার হয়, তার তো এই সংসারে এখানে অনেক আনন্দ হয় যে আমার ছেলে ও ভাল, এই ঘর ও ভাল, পয়সা ও অনেক আছে।

প্রশ্নকর্তা : আমার কাছের যে লোকেরা আছে, ওদের নতুন ব্যবসা, ওদের উপার্জন ও অনেক, ঘর ভাল, সবাই আনন্দে আছে আর আমাদের এখানে যদি কেউ আসে, তো ওদের বসানোর জন্য ভাল আসন পর্যন্ত নেই, তো আমার লজ্জা অনুভব হয়।

দাদাশ্রী : এমন কোন আবশ্যকতা নেই। আমার বড়োদায় ঘর আছে, ওখানে আমার বসার ঘর ১০x১২ র আছে। আমি ঠিকাদারীর ব্যবসা করি, অনেক বড় ব্যবসা করি কিন্তু আমাদের ওখানে সোফাসেট ও নেই। কোথা থেকে আনব ওসব ? ও সাচ্চা পয়সায় হয় না। আমার কোম্পানী অনেক উপার্জন করে কিন্তু ঘরে আমি ছয়'শ-সাত'শ টাকা ই দিই।

আমার কাছে একজন বড় জজ এসেছিল। ওনার স্ত্রী ওনাকে কি বলতেন যে, 'তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলে সবাই বাংলো বানিয়ে নিয়েছে আর আমাদের ভাড়ার ঘরে

থাকতে হয় ।' সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে 'আমার স্ত্রী এমন বলে, কি করা উচিত?' ওনার স্ত্রী বলে যে ঘর কেন বানাও নি ? তো তার মনে কি আসে ? 'ঘুস তো নিতে হয়' । এভাবে বিলীফ বদলায় । তাঁর সব ফ্রেন্ড ঘুস নিতেন কিন্তু সে কখনো ঘুস নিতেন না । তো আমি বলি, 'তোমার বিলীফ বদলানো উচিত না । এ তো এগ্‌জামিনেশন ।'

ভগবান কি বলেন, যে ঘুস নেয় কিন্তু বলে, 'এমন করা উচিত না, এমন কেন হয়ে যায় ?' তো ভগবান তাকে ছেড়ে দেয় । আর যে ঘুস নেয় না আর বলে, ঘুস নেওয়া উচিত, সে আসল দোষী, সে ধরা পরে যায় । যে ঘুস নেয় না কিন্তু নেওয়ার বিচার করে ও কজেজ হয় । ফের তার ইফেক্ট এমন আসবে যে সে ঘুস নেবে । যে ঘুস নেয় কিন্তু না নেওয়ার বিচার করে, এমন কজেজ হয়, ফের ইফেক্টে সে ঘুস নেবেই না ।

সবাই ঘুস নিয়েছে আর ঘর বানিয়ে নিয়েছে আর এ ঘুস নেয় নি । এখন সে সারা জীবন যতই চেষ্টা করে তাহলে ও সে নিতে পারবে না । কিন্তু ওনার বৌ কি বলে দিয়েছে, 'তুমি ঘুষ নেও না, সেইজন্য আমাদের ঘর নেই '। তখন ওর বিলীফ বদলে যাবে যে ঘুষ নিতে হয় । এ কত বিপজ্জনক ? বিপজ্জনক হয়, এটা তো বুঝতে হবে তো ? দায়িত্ব কি, তার জানা নেই, এভাবেই কত দায়িত্ব নেয় । You are whole and sole responsible for yourself. God is not responsible for your life, (তুমি নিজেই তোমার নিজের জন্য পুরোপুরি দায়ী । ভগবান তোমার জীবনের জন্য দায়ী নয় ।) অন্য কোন লোক, আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে আপনার জীবনের জন্য দায়ী নয় । তো যে বিচার করতে হয়, ও ভাল বিচার করবে, যে কাজ করতে হয়, ও ভাল কাজ করবে, কারণ দায়িত্ব তোমার । আর ভগবান ও এর থেকে ছাড়াতে পারবেন না ।

এই জন্ম তো মনুষ্যের পেয়েছ কিন্তু এমন বিচার করবে তো দ্বিতীয় জন্ম মনুষ্যের আসবে বা না ও আসবে । এমন হয়, পূর্বজন্মের সংস্কার ভাল হয় তো আজ এর কষ্ট হবে না, ঘুষ নেবে না । আর আজ সংস্কার খারাপ করে দাও তো পরের জন্মে সব হয়রানি হয়ে যাবে ।

ঘর এমন কোম্পানী হয় যে সবার শেয়ার (ভাগ) হয়, ঘরের সব মেম্বার (সদস্য) হয়, ওরা সব শেয়ার হোল্ডার হয় । এই সব বলে যে, আমাদের এ পাওয়া উচিত, এ পাওয়া উচিত ।' কিন্তু সবাই এমন পাবে না, কারণ সবার শেয়ার আছে ।

কোম্পানী একটা ই হয়, কিন্তু যার যতটা শেয়ার, তার ততটা ই মেলে। এই কথা বুঝতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : ঠিক মত বুঝতে পেরে গেছি। এখন শুধু এ জানতে চাই যে আমার এই সব যে কষ্ট আছে, তাকে সহ্য করার জন্য শক্তি প্রাপ্ত করার জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও তো আমি করে দেব। এমন পাঁচ হাজার লোকের করে দিয়েছি, আর কখনো কোন কষ্ট না হয়, এমন।

প্রশ্নকর্তা : তবুও আমার সহ্য করার জন্য কোন উপায় আছে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, উপায় তো অনেক আছে। যত রোগ আছে না, তত তার উপায় আছে, রেমিডী হয়। রেমিডী বিনা জগত হয় ই না। ও সবাই বলে যে আমার এই দুঃখ আছে; এই দুঃখ আছে, তো আমার কাছে এসে যায়, তো সবার দুঃখ চলে যায়। কারণ আমি দুঃখী কখনো হই নি। আমি দুঃখ কখনো দেখি ই নি। আমি মোক্ষে, নিরন্তর মুক্ত ভাবে থাকি।

প্রশ্নকর্তা : ও আমি মেনে নিলাম যে আমার কোন দুঃখ হবে না। কিন্তু আমার ছয় বছরের বাচ্চা আছে, ও চলা-ফেরা ও করতে পারে না, বলতে ও পারে না, অসুস্থ ই থাকে, ওর অনেক কষ্ট আছে, যদি আমি একেলা থাকি আর বাচ্চা একেলা থাকে তো আমি এড্‌জাস্ট করে চালিয়ে নেব। কিন্তু বাচ্চার মা কে কেন ভুগতে হয়? ও আমার দ্বারা দেখা যায় না।

দাদাশ্রী : না, সে ও পার্টনার তো ? শেয়ার হোল্ডার কি না ? তোমার একেলার কর্ম না, সব শেয়ারহোল্ডার আছে। যে বেশী কষ্ট ভোগ করে, তার শেয়ার বেশী হয়।

প্রশ্নকর্তা : আর এমন হওয়ার জন্য ভগবানের উপরে যে ফেইথ (শ্রদ্ধা) আছে, বিশ্বাস আছে, সেটা ও কম হতে শুরু হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : আপনার ভগবানের উপরে শ্রদ্ধা কম হয়ে যায় কিন্তু ভগবান এতে কিছু করেন ই না। তাঁর উপরে এই আক্ষেপ লাগায় যে 'ভগবান আমার ছেলে কে দুঃখ দিয়েছে, এমন বানিয়ে দিয়েছে, আমাদের এমন লোকসান করেছে।' ভগবান এমন কিছু করেন ই না। ভগবান তো ভগবান ই হন, সম্পূর্ণ ঐশ্চর্যের সাথে আছেন আর আপনার ভিতরেই বসে আছেন। আমি তাঁকে দেখতে পারি।

The world is the puzzle itself ! God has not puzzled this world at all. (এই পৃথিবী নিজেই একটা পাজল ! ভগবান একদমই পাজল করেন নি ।) Itself puzzled (স্বয়ং পাজল) হয়ে গেছে আর তার থেকে পাজল ই হয় । আপনার না, প্রত্যেক মানুষের পাজল ই হয় । যে 'জ্ঞানী' হয়, তাঁর পাজল হয় না, আর আমি যাদের জ্ঞান দিয়েছি, তাঁদের পাজল হয় না, কারণ ওঁরা জ্ঞানেই থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : আমার জীবনে এমন ঘটনা ভগবান কেন এনেছেন ? এ আমার বোধে আসে না ।

দাদাশ্রী : এই জগতে সব প্রকারের লোক আছে, কিন্তু তোমার রাগ-দ্বেষ যেখানে আছে, তাদের সাথে তোমার সম্বন্ধ হয় । ভাল লোকের সাথে রাগ কর, তো তার সাথে সম্বন্ধ হয় আর খারাপ লোকের সাথে দ্বেষ কর, তো তার সাথে ও সম্বন্ধ হয়ে যায় । দ্বেষ করেছ তো ও সে আপনার এখানে আসবে আর রাগ করেছ তো ও সে আপনার এখানে আসবে । এই বাচ্চার জন্য পূর্বজন্মে আপনি কি করেছিলেন? অন্য সব লোকের থেকে এই বাচ্চার কষ্ট এসে গেছে, তখন আপনার ওর সাথে কোন পরিচয় ছিল না, তবুও ও প্রেটেকশনের জন্য আসে তো আপনি কি বলেন যে 'আমার সারা জীবন যাবে তবুও ওকে আমি বাঁচাব'। সেই হিসাব জইন্ট হয়ে গেছে । অন্য কিছু না, এভাবে সম্বন্ধে এসে গেছেন ।

প্রশ্নকর্তা : এই দায়িত্ব যা আমি পালন করছি, তার জন্য শুধু শক্তি চাই, আর কিছু না ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেই শক্তি তো চাওয়া ই উচিত । কারণ দায়িত্ব পালন করতেই হবে । আমাদের ইন্ডিয়ান (ভারতীয়) সংস্কার আছে, এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না । আপনি ধরে নিয়েছেন, হাত দিয়েছেন, তাহলে ছাড়বেন না । স্ত্রী কে ডাইভোর্স (তালাক) ও দেওয়া যায় না, কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার (ভারতীয় সংস্কার) আছে না ?

প্রশ্নকর্তা : যখন প্রেরণা হয়ে গেছে আপনার কাছে আসার জন্য, তো কোন ভাল জিনিস হবার আছে ।

দাদাশ্রী : আমি তো নিমিত্ত, আমি কোন জিনিসের কর্তা নই । কিন্তু আমার এই যশনাম কর্ম আছে যে যার ভাল হবার যোগ হয় তো সে তখন আমার কাছে এসে যায়, এমন আমার যশ আছে । আমি কিছু করি না, যশ ই সব কাজ করে ।

প্রকৃতির ব্যবস্থার প্রমাণ

প্রশ্নকর্তা : আজ তো জগতে প্রত্যেক জীব দুঃখী । আমরা এর থেকে পরিত্রাণ কিভাবে পাবো ?

দাদাশ্রী : 'জ্ঞানী' মেলে তো দুঃখ থেকে মুক্তি হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : সবাই তো জ্ঞানী পেতে পারে না, তো সবাই সুখী কিভাবে হতে পারবে ?

দাদাশ্রী : না, না, সবার জন্য সুখ নেই । এ কলিযুগ, দুষমকাল । ভগবান বলেছিলেন যে দুষমকালে সুখের ইচ্ছা ই করবে না, ও চাইবে ই না । এমন বলবে যে ভগবান, কিছু দুঃখ কম কর । সুখ তো 'জ্ঞানী পুরুষ' হয়, তবেই সুখ হতে পারে । নয় তো এতে সুখ নেই । সমকিতী মানুষের কাছে বস তো সুখ আসবে । মিথ্যাচারীর কাছে তো সুখ আসবে না ।

প্রশ্নকর্তা : ফরেন-এ লোক দুঃখী হয়, কিন্তু তাদের থেকে ও বেশী দুঃখী এখানে আছে ।

দাদাশ্রী : সেই কথা ঠিক । এখানের লোকের বেশী চিন্তা-ওরিজ আছে, কারণ এখানে বিকল্পী লোক হয় আর ওই লোকেরা সহজ হয় । সহজ মানে বাচ্চাদের মত আর এখানে বয়স্ক (বেশী বয়েসের) যেমন হয় । বেশী বয়সের দের বেশী দুঃখ থাকে।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের ভারতে অনেক লোকের খাবার ও পর্যাপ্ত মেলে না ।

দাদাশ্রী : কে বলে যে খাবার ও মেলে না ? এই সব ভুল কথা । খাবার না পাওয়ার জন্য কোন মানুষ মরে নি ।

প্রশ্নকর্তা : এখন দরিদ্রতা আছে ও কি ঠিক ?

দাদাশ্রী : ও দরিদ্রতা না, যা আছে ও ঠিক আছে । প্রকৃতি একেবারে করেক্ট রেখেছে । কে দরিদ্র আছে ? আপনাকে দরিদ্রতা কে দেখিয়েছে ? দরিদ্র কোথায় দেখেছেন আপনি ? আর আমাকে বলুন যে কে দরিদ্র না ? এই বড়োদা শহরে কে দরিদ্র না ? দারিদ্রের ডেফিনেশন এমন হয় না । আপনি চোখে দেখেন সে দরিদ্র, এমন বিশ্বাস করে নিয়েছেন, ও ঠিক না । অমুক লোকজনদের খাবার ই মেলা চাই,

ওদের কাছে নগদ টাকা তো থাকাই উচিত না। এ প্রকৃতির ই খেলা। প্রকৃতি ই এমন হিন্দুস্থানের জন্য রেখেছে, বাইরের জন্য যা কিছু হোক। প্রকৃতি যা হিন্দুস্থানের জন্য করেছে, ও সঠিক।

'জ্ঞানী' মেলে তো কি নেবে ?

দাদাশ্রী : কিসের জন্য ব্যবসা কর ? কিসের জন্য পয়সা জমা কর ? ও সব কখনো চিন্তা করেছ ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো জীবনের একটা ভাগ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু পয়সা জমা করে কি করবে ? ও সবাই তো চলে যায় কি না ? লাস্ট স্টেশনে যায় তো ? তো ও সাথে নিয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : এখানে নিজের আবশ্যকতা মেটানোর জন্য, শান্তিতে জীবন কাটানোর জন্য।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু তার ফায়দা কি ? পয়সা উপার্জন করা জরুরী, এ তো আমি ও স্বীকার করি কিন্তু কোন হেতুর জন্য ? খাওয়া-দাওয়ার জন্য ? শান্তির জন্য? তো শান্তি কিসের জন্য ? কি ফায়দা ? কোন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা কর নি ?

প্রশ্নকর্তা : তো আপনি বলুন ?

দাদাশ্রী : 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো তাঁর কাছে 'শেল্ফ রিয়েলাইজেশন হয়ে যায়, তো ফের আমাদের পারমানেন্ট মুক্তি মিলে যায়। এই সংসার থেকে মুক্তি মিলে যায়। আর 'জ্ঞানী পুরুষ' না মেলে তখন পর্যন্ত কি করবে ? অন্য সব লোকদের, কিছু না কিছু সুখ দেবে। এতে আমাদের পরের জন্মে সুখ মিলবে। ভাল কাজ ই করবে, তো এতে আমাদের ভাল মিলবে।

'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো 'আমি কে' এটা বুঝে নিতে হবে। তাহলে আর কখনো চিন্তা হবে না। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সব চলে যাবে আর আপনার পারমানেন্ট শান্তি থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : পুণ্য কি জিনিস ?

দাদাশ্রী : আপনার ব্যাঙ্কে ক্রেডিট আছে, তো আপনি যখন ই চাইবেন তখন পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকা কাউকে দিতে পারবেন আর যার কাছে ক্রেডিট নেই সে কি করবে ? পুণ্য অর্থাৎ আপনার ইচ্ছার মত আর পাপ মানে আপনার ইচ্ছার বিপরীত।

ও মজদুররা সারা দিন অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু ওদের বেশী পয়সা মেলে না। পয়সা মজুরি থেকে মেলে না, ও পুন্যের ফল। পূর্ব ভবে তুমি যে পুণ্য করেছ, তার ফল স্বরূপ এ হয়। এই সংসারে খাওয়া-দাওয়া পেয়েছ, পয়সা পেয়েছ, এই সব পাপ আর পুণ্যের ফল আর আমাদের যেতে কোথায় হবে ? মোক্ষে। তো মোক্ষে যাবার জন্য পুরুষার্থ থাকতে হবে। পয়সা ইত্যাদি সব জিনিস তো আপনি এমনি ই পাবেন। আমাদের তো কাজ করতে হবে সারা দিন। কিন্তু মোক্ষে যাবার জন্য তো ব্যাপার আলাদা হয়।

ব্যবসায় ধর্ম রেখেছ ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আমার ব্যবসা এমন যে ওতে মিথ্যা আর ছল-কপট করতে হয়, আমার ওসব পছন্দ না, তবুও করতে হয়, তো এর জন্য কি করা উচিত? ব্যবসা ছেড়ে দেব ?

দাদাশ্রী : ব্যবসা এমন ই চালু রাখবেন। ভিতরে বসে আছেন, সেই ভগবান সব শোনেন। এখন অন্য বাইরের ভগবান কারো শোনেন না। কারণ বাইরের জনের তো অনেক ফোন আসে তো কারো কথা শোনেন ই না। সেইজন্য আপনি ভিতরের জন কে ফোন করবেন। তাঁর নাম কি ? 'দাদা ভগবান'। রোজ সকালে পাঁচ বার বলবেন যে, 'হে দাদা ভগবান, আমার এই এমন খারাপ ব্যবসা ভাল লাগে না। এখন কষ্ট এমন এসে গেছে আর সমাজ ও এমন হয়ে গেছে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে। আমি এর জন্য ক্ষমা চাইছি, ফের এমন কখনো করবো না।' এতটা বললে কোন বাধা আসবে না। ব্যবসায় তো আপনার সব প্রতিস্পর্ধী আছে, সেই সবের সাথে চলতেই হয় তো ? কিন্তু এভাবে রোজ ক্ষমা চাইবেন। তাহলে আপনার ঝুঁকি থাকবে না। পরে তিন-চার বছরে আপনার হাত থেকে ব্যবসা তে একেবারে কপট হবে না।

ব্যবসা তো এমন জিনিস যে দুই বছর ভাল ও যায় আর দুই বছর খারাপ ও যায়। ব্যবসার দুটোই কিনারা আছে, মুনাফা আর ঘাটা। এলিভেট ও হয় আর কখনো ডিপ্রেস ও হয়। কিন্তু নিজের রিয়েলাইজ হয়ে যায় তো ভিতরে শান্তি হয়ে যাবে।

সেই শান্তি বাড়তে-বাড়তে ফের একেবারে সমাধি ই থাকবে, সর্বদার জন্য। আবার ডিপ্রেস হবে না।

নিজের সেফসাইডের জন্য ধর্ম বুঝতে হবে। জগতে দুটো জিনিস কাজ করে, পাপ আর পুণ্য। যখন পুণ্য প্রকট হয় তো ভাল জায়গা মেলে, সব জায়গায় ভাল খাওয়া-দাওয়া মেলে, সব সংযোগ ভাল-ভাল মেলে। যখন পাপ প্রকট হয়, তো সব সংযোগ খারাপ হয়ে যায়। সেই সময় কি করা উচিত ? সেফসাইড কিভাবে থাকবেন ? এমন সেফসাইডের জন্য ধর্ম বুঝতে হবে।

আন্ডারহেন্ডের আন্ডারহেন্ড হতে পারবে ?

ধর্ম কি হয় ? ও রিলেটিভ হয়। ও ভৌতিক সুখের জন্য। এতে মানুষ এগিয়ে যায় (বাড়ে), কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা না। আসল কথা তো এটাই যে জাগৃতি সম্পূর্ণ থাকতে হবে। জাগৃতিপূর্বক এগিয়ে যেতে হবে। জাগৃতির জন্য ই হিন্দুস্থানে মনুষ্যের জন্ম হয়। এ তো লোকে নিদ্রায় থাকে আর প্রত্যেক দিন বৌয়ের সাথে ঝগড়া করে, বসের সাথে ঝগড়া করে, আন্ডারহেন্ডের সাথে ঝগড়া করে। আপনি কখনো আন্ডারহেন্ডের সাথে ঝগড়া করেন ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হয় কখনো।

দাদাশ্রী : যে আমাদের আন্ডারহেন্ড আছে, তাদের তো রক্ষা করা উচিত। যার রক্ষা করতে হয়, তার সাথে ঝগড়া করেন, তো তাকে জাগৃত কিভাবে বলা যাবে?

প্রশ্নকর্তা : ওরা তো নিদ্রায় আছে, ওদের জাগৃত করার জন্য আমরা ঝগড়া করি।

দাদাশ্রী : আরে, ওদের সাথে ঝগড়া কর, সেটাই অজাগৃতি। ও তো নিজের নির্বলতা। যে ছোট মানুষ কে দন্ড দেয়, নিজের আন্ডারহেন্ড কে দন্ড দেয়, ও তো তার নির্বলতা। বস কে কেন দন্ড দাও না ? বস যখন ই বলে, তখন শুনে নাও। এটা কি রীতি ? বস কে ও দন্ড দাও, ওনাকে ও জাগৃত কর না ! ওনাকে বল যে 'আপনি আপনার বৌয়ের সাথে ঝগড়া করে এসেছেন আর এখানে ক্রোধে আমাদের কেন বিরক্ত করেন ?!' এভাবে স্পষ্ট বল !! কিন্তু আন্ডারহেন্ড কে ই সবাই বিরক্ত করে, এ জাগৃতির লক্ষণ না আর এতে সারা দিন বন্ধন ই হয়ে যাচ্ছে, এটাও জানা নেই। এতে আবার মানুষ জানোয়ারে যাবে, এ ও জানা নেই তার। কারণ সে পশু

হবার কজ চার্জ করছে, তো ইফেক্ট পশুর হয়ে যাবে। কজ মনুষ্যের করে তো মনুষ্য হয়, দেবের কজ করে তো দেবলোকে যায়, নরকের কজ করে তো নরক গতিতে যায়। যেমন কজ করে, তেমন ইফেক্ট আসে। আপনি কখনো পাশবতার কজ করেছিলেন ? নিজের আন্ডারহেন্ড কে যে বকে আর তার সাথে ক্রোধ করে, ও একেবারে পাশবতা। আন্ডারহেন্ড কে তো রক্ষা করা উচিত। ওরা আমাদের বড় মনে করে, ওরা আমাদের থেকে তো বেচারা ছোট হয়, সেইজন্য তাদের রক্ষা করা উচিত।

আপনার বস আছে কি নেই ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, বস আছে তো।

দাদাশ্রী : কখনো ক্রোধ করে ? বসের তার স্ত্রীর সাথে কখনো ঝগড়া হয়ে যায় তো এদিকে অফিসে এসে তার ক্রোধ আপনাদের উপরে বের করে। দ্যাখ, এমন কথা হয়। তো আমি আপনাকে এমন প্রোটেকশন দিয়ে দেব যে আপনার কোন দুঃখ হবেই না। ফের অফিসে বসে ও সমাধি থাকবে, বস গালি দেয় তো ও সমাধি যাবে না। এই জ্ঞান পেয়ে যান তো ফের আপনার কোন বস ই থাকবে না। সে 'রবীন্দ্র'র বস থাকবে, আপনার নিজের বস না। আপনি 'স্বয়ং' আর 'রবীন্দ্র' দুজনেই আলাদা হয়ে যাবেন আর আলাদা ই কাজ চলবে সব। ফের বৌয়ের সাথে থাকতে পারবে, ছেলের বিয়ে ও করাতে পারবে আর সিনেমা দেখতে ও যেতে পারবে। ব্যবহার সব কিছু করতে পারবে। কিছুই ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। এখানে ত্যাগ তো অহংকার আর মমত্বের হয়ে যায়, আবার ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে থেকে ও অলিপ্ত থাকা উচিত ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন অলিপ্ত হয়ে যায়।

হিন্দুস্থানে লোকদের সাচ্চা মার্গ মেলে নি। সেইজন্য সবাই মোহে ডুবে গেছে। এদিকে মার্গ না মেলাতে লোকে ওদিকে চলে যায়। সাচ্চা মার্গ মেলে তো হিন্দুস্থানের লোক এক ঘন্টায় ভগবান হয়ে যেতে পারে। ভগবান কাকে বলা হয় ? মানুষ ব্যবসার হয় বা যা কিছু ই করে, কিন্তু যে মানুষের *'কুড়ন-বেচৈনী'* (বিরক্তি-ব্যকুলতা) হয় না, তাঁকে ভগবান বলা হয়। *'ক ড়াপা-বেচৈনী'* (বিরক্তি-ব্যকুলতা) তোমার বোধে আসে ? 'কুড়ন-বেচৈনী' অর্থাৎ তোমাকে আমি বোঝাচ্ছি।

তোমার এখানে কোন অতিথি বসে আছে আর ভৃত্য চায়ের দশটা কাপ ট্রেতে নিয়ে আসে আর কোথাও ধাক্কা লাগে, তো ওর হাত থেকে ট্রে পড়ে যায় তো আপনার ভিতরে কিছু হয় ?

প্রশ্নকর্তা : আমার জিনিস হয় তো ইফেক্ট হয়। প্রতিবেশীর হয় তো আমার কিছু হবে না।

দাদাশ্রী : আপনার জিনিস হয় আর আপনি বিচারশীল হন, তাহলে আপনি মুখে কিছু বলবেন না, কারণ আপনি ভাবেন যে সব লোকের সামনে ভৃত্যের সাথে ঝগড়া করি তো সবার সামনে আমার সন্মান চলে যাবে। সেইজন্য মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু ভিতরে বলবেন যে সবাই চলে গেলে তখন ভৃত্য কে মারবো। মনে যে ইফেক্ট হয়, তাকে 'বেচৈনী' (ব্যাকুলতা) বলা হয় আর মুখে ঝগড়া করে তো তাকে 'কুড়ন' (বিরক্তি) বলা হয়। কারো দুঃখ হয় এমন কথাবার্তা না হওয়া উচিত।

বর্তমানে থাকবে কিভাবে ?

গোয়া থেকে খন্তাত এসেছ তো ক্লান্তি লাগে নি ? ক্লান্ত হয়ে যাও নি ?

প্রশ্নকর্তা : না, আপনার কাছে এসে সমস্ত ক্লান্তি চলে গেছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ক্লান্ত লেগেছিল তো ? কারণ আপনি কি বলছেন যে আমি গোয়া থেকে খন্তাত এসেছি। আসলে তো গাড়ি এখানে এসেছে, কিন্তু আপনি বলছেন যে আমি এসেছি। কিন্তু আপনি তো গাড়িতে সীটে বসেছিলেন। আপনার বোধে এমন আসে যে আমি আসি নি, আমাকে গাড়ি নিয়ে এসেছে। তাহলে সাইকোলজিকেল ইফেক্ট এমন হয়ে যাবে, তো ক্লান্তি লাগবে না।

আমি বোম্বাই থেকে গাড়িতে বসি আর গাড়ি বড়োদা আসে, তো আমি দেখি যে সব লোকেরা এমন বলে যে 'বড়োদা এসেছে, বড়োদা এসেছে'। তো আমি নেমে যাই, ব্যাস। বোম্বাই থেকে আমি আসি নি, এই গাড়ি নিয়ে এসেছে। আর যে বোম্বাই থেকে এসেছে, সে ঘরে পৌঁছেই কি বলে যে, 'আরে, এক্ষুনি চা বসিয়ে দে, তাড়াতাড়ি চা বসিয়ে দে, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।' আর, তুই তো গাড়িতে বসে এসেছিলি, তো কি করে বলতে পারিস যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি ?

প্রশ্নকর্তা : This is real science ! (এটাই আসল বিজ্ঞান !)

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমি তো এমন ই করি। আমার যখন 'জ্ঞান' হয়নি, তখন আমি বোম্বাই থেকে বড়োদা আসতাম, তো সবাই আমাকে স্টেশনে ছাড়তে আসতো। গাড়ি ছেড়ে দেয় তো সবাই চলে যেত, তো 'আমি' এই 'এ. এম. প্যাটেল' কে কি বলতাম যে কন্ট্রেক্টর সাহেব, বোম্বাই ছেড়ে গেছে আর এখনো বড়োদা আসে নি। গাড়ি হুইসেল মেরে দিয়েছে তো বোম্বাই নিশ্চয় ছেড়ে গেছে, বড়োদা এখনো আসে নি তো আমি এখনো মোক্ষতেই আছি। বোম্বাই ছেড়ে গেছে, বড়োদার সঙ্গে বন্ধন হয় নি, তো এখন মুক্ত হয়ে গেছ, মোক্ষেই আছ। দ্যাখ না, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মোক্ষে থাকবে !

অন্তর সুখ-বাহ্য সুখের ব্যালেন্স

ভৌতিক সুখ তো সবাই নিজের হিসাবের নিয়ে এসেছে, সেটাই ভুগতে হবে। কিন্তু আন্তরিক সুখের একটু ও কম হয় তো আনন্দ আসে না। ভৌতিক সুখের সাথে অন্তর সুখ ও থাকতে হবে।

ভগবান কি বলেছিলেন যে অন্তর সুখ আর বাহ্য সুখ, দুই সুখ ই সাথে থাকা উচিত। তাতে যদি ভৌতিক সুখ বেশী বেড়ে যায় তো আন্তরিক সুখ কম হয়ে যাবে। আন্তরিক সুখ কম হয়ে যায় তো মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই ভৌতিক সুখ একটু কম হয় তো চলবে কিন্তু আন্তরিক সুখ তো থাকতেই হবে। আন্তরিক সুখ থাকে তবেই ভৌতিক সুখের মজা আসবে। আন্তরিক সুখ না থাকে তো ভৌতিক সুখ 'পইজেন' যেমন হয়ে যাবে। ভৌতিক সুখ বেশী বেড়ে যায় তো ফের পরে ব্রান্ডী আছে, জুয়া আছে, এমন দুরাচারে চলে যাবে। নয় তো মনুষ্যের অন্তর সুখ অনেক হয়, বাইরের কোন ও সুখের প্রয়োজন থাকে না, এত অন্তর সুখ হয়। 'নেসেসিটী'র ইচ্ছা ও করার মত না। সেই অন্তর সুখ যদি পেয়ে যায়, তো কাজ হয়ে গেল।

এখন যে লোকেরা আন্তরিক সুখের জন্য নিজেই প্রযত্ন করে, ও এমন কথা যে ডাক্তারীর বই দেখে নিজেই প্রেসক্রীপ্শন বানিয়ে নেয় তো চলবে ? ওতে সম্পূর্ণ ফায়দা মেলে না। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যায় তো ফের সম্পূর্ণ ফায়দা হয়। সেই ডাক্তার কেমন হতে হবে যে বিনা ফিসের হতে হবে। যেখানে ফিস আছে, সেখানে আসল দাওয়াই নেই। যেখানে ফিস হয় না, সেখানে আসল দাওয়াই হয়।

প্রশ্নকর্তা : বিদেশে অনেক লোক মদ, চরস, গাঞ্জা সেবন করে আনন্দের জন্য, মৌজ করার জন্য আর বলে যে অন্য জগতে যাওয়া যায়। তো এই দ্বিতীয় জগত কি ? ও জানতে চাই।

দাদাশ্রী : দ্বিতীয় জগত বলে কোন জিনিস ই নেই। ও যে নেশা করে, তাতে ভিতরে যে সম্বেদন হয়, ও একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। তাতে সে আনন্দ দেখতে পায়। তাকে সে দ্বিতীয় জগতের আনন্দ বলে।

প্রশ্নকর্তা : আমার এমন মনে হয় যে দ্বিতীয় জগত যেমন কিছু আছে হয়তো, কারণ পাঁচ-ছয় মাসের ছোট বাচ্চা হয়, সে কাঁদে, হাসে, ওর ফিলিংস হয়, ও দ্বিতীয় জগত দেখেই হয় হয়তো অথবা মানুষ মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জগতে যায় হয়তো এমন মনে হয়।

দাদাশ্রী : দ্বিতীয় জগত বলে কোন জিনিস ই নেই। আমি জ্ঞানে সব দেখে বলি। এই জগত কি, তার স্রষ্টা কে, কে এই সব বানিয়েছে, কিভাবে এ চলে, এই সব কিছু আমি দেখে বলি। কোন পুস্তকে পড়ে বলি না। আপনার সেই দ্বিতীয় জগত দেখার কৌতুহল আছে আর আপনার বিশ্বাসে এ প্রথম জগত, কিন্তু এমন হয় না।

ফুল ডার্কনেস (সম্পূর্ণ অন্ধকার) কি হয় ? গাঞ্জা-চরস যেমন কোন জিনিস থেকে সে সম্পূর্ণ অন্ধকারে চলে যায়, সেখানে একটু ও ইফেক্ট (প্রভাব) হয় না, ভিতরে কোন ইফেক্ট হয় না। ও যে দ্বিতীয় জগতের আপনার বিলীফ আছে, ও ওর্ল্ড অফ ডার্কনেস (অন্ধকারের জগত)। ও গাঁজা-চরস খেয়ে সে দ্বিতীয় জগতে চলে যায়। মানুষ একটু ও আলো দেখতে পায় তো ভিতরে ব্যাকুলতা শুরু হয়ে যায়, কারণ লাইট ইফেক্টিভ (কার্যকর) হয় তো ? লাইট ইজ ইফেক্টিভ। যখন ফুল লাইট হয়ে যায় তো অনইফেক্টিভ (অকার্যকর) হয়ে যায় আর ফুল ডার্কনেস হয়ে যায় তো আনইফেক্টিভ হয়ে যায়। ফের ফুল ডার্কনেসে দুঃখ জানতে পারা যায় না, তাকেই সে আনন্দ মনে করে।

সারা জগতে আমি একেলা অবুধ মানুষ। আমার কাছে বুদ্ধি নেই। আমার কাছে ইনডাইরেক্ট লাইট নেই। আমার কাছে ডাইরেক্ট লাইট আছে, ফুল লাইট হয়, তখন ফুল সমাধি হয়ে যায়। বুদ্ধি থেকে সমাধি থাকে না। তো ও ব্রান্ডী, গাঞ্জা কিছু খায় তাহলেও সে অবুধ হয়ে যায়, তখন ও সমাধি হয়। পরন্তু ও ডার্কনেসের সমাধি। বুদ্ধির লাইট মানুষ কে ইমোশনাল করে। তো কথাটা বুঝে গেছ তো ? লাইট ইজ

ইফেক্টিভ ! ফুল লাইট ইজ আনইফেক্টিভ আর ফুল ডার্কনেস ইজ আনইফেক্টিভ ।

'জ্ঞানী পুরুষ'এর কাছে সব কথা সাইন্টিফিক হয় । আমি মোটরে ও ঘুরে বেরাই তবুও নিরন্তর সমাধি তে থাকি । আমি একেবারে ফুল লাইটের জগতেই থাকি। ওরা চরস-গাঞ্জা খেয়ে ফুল ডার্কনেসের জগতে চলে যায় । দ্বিতীয় জগত এন্ডওয়ালা হয় আর আসল জগত হয়, ও এন্ডলেস হয় ।

প্রশ্নকর্তা : যে জিনিসের প্রয়োজন আছে, সেই জিনিস কেন মেলে না ?

দাদাশ্রী : আপনি যদি নর্মালিটিতে থাকেন তো যে জিনিসের আপনার প্রয়োজন আছে সেই জিনিস ঘন্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টায় আপনি যেখানে বসে আছেন, সেখানে হাজির হয়ে যাবে । ভগবান ভিতরে বসে আছেন । কিন্তু মনুষ্য নর্মালিটীতে থাকে না । লোকে লোভ করতে যায়, এবভ নর্মাল লোভ করতে যায়, তাকে ভগবান কি বলেন, 'এখন আমার শক্তি তুমি পাবে না । এখন নিজের শক্তিতে যাও, নিজের দায়িত্বে যাও । আমি তোমাকে লাইট দেব ।' লাইটের বিনা চলেই না তো ?! ভগবান লাইট দেবার জন্য তৈয়ার আছেন কিন্তু দায়িত্ব নেন না । নিজের শক্তিতে যাও । ভগবান কে আপনি প্রার্থনা করবেন যে হে ভগবান ! আমাদের হেল্প করেন, তখন ভগবান আপনাকে অবশ্য হেল্প করেন । সে প্রকাশ দেবার ই কাজ করেন, অন্য কিছু না ।

মনুষ্য চিন্তা মুক্ত হতে পারে ?

দাদাশ্রী : কখনো চিন্তা হয় কি ?

প্রশ্নকর্তা : হয় ।

দাদাশ্রী : তো কি মেডিসিন (ওষুষ) নেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : চিন্তার তো মেডিসিন ই নেই ।

দাদাশ্রী : কিন্তু মেন্টেল ওরীজ তো সেই ডাক্তারের ও থাকে কি না ? সবার ই মেন্টাল ওরীজ থাকে । আমার মেন্টাল ওরীজ কখনো হয় না । আপনি মেন্টাল ওরীজ বের করতে চান ? কখনো ওরীজ না হয় এমন করতে চান ?

আপনি রাত্রে ঘুমের মধ্যে কোথায় চলে যান ?

প্রশ্নকর্তা : ও জানি না।

দাদাশ্রী : যদি নিদ্রা চলে না যায়, নিদ্রা পারমানেন্ট হয়ে যায় তো আপনার কি স্থিতি হয়ে যাবে ?

প্রশ্নকর্তা : তাহলে অন্য লোকেরা তাকে ডেড (মৃত্যু) বলবে।

দাদাশ্রী : শোবার সময় কখনো চিন্তা হয় কি যে সকালে উঠতে না পারি তো আমি কি করবো ?

প্রশ্নকর্তা : না, তার চিন্তা তো থাকে না।

দাদাশ্রী : যদি এতটুকু চিন্তা হয়ে যায় তো কল্যাণ হয়ে যায় !

প্রশ্নকর্তা : পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য কি বিধি আছে ?

দাদাশ্রী : কি নাম আপনার ?

প্রশ্নকর্তা : রবীন্দ্র।

দাদাশ্রী : কি আপনি রিয়েলী স্পিকিং রবীন্দ্র হন ? সত্যিকরে আপনি কে ? রবীন্দ্র তো আপনার নাম, পরিচয়ের জন্য। আপনি নিজে কে ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো যেমন সব আত্মা হয়, তেমন আমি ও এক আত্মা।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই আত্মার সাথে পরিচয় হতে হবে। আত্মার সাথে পরিচয় হয়ে যায়, ফের রবীন্দ্র তো টেম্পোরেরী এডজাস্টমেন্ট। সেই পরিচয় আমি করিয়ে দিই। ফের পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। আর কখনো চিন্তা-ওরীজ কিছু হয় না আর এক-দুই জন্মের পরে মোক্ষে চলে যায়।

এই বার বোম্বেতে জন্ম নিয়েছ, তো তার আগে কোথায় জন্ম নিয়েছিলে ? জানা নেই ? আর সামনের জন্মে কোথায় জন্ম নেবে এ ও জানা নেই। আর এখন কোথায় যেতে হবে এ ও জানা নেই। এমন কি করে চলবে ?

কখনো চিন্তা হয় ? ঔষধ করেন না ? বিনা ঔষধে এমনি ই আরাম হয়ে যায়?

প্রশ্নকর্তা : আরাম আছে ই কোথায় ?

দাদাশ্রী : কোন জায়গায় আরাম নেই ? ও আরাম হারাম হয়ে গেছে ? এক দিন ও চিন্তা বন্ধ হয় না ? দিপাবলীর দিন তো বন্ধ থাকে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : দিপাবলীতে তো চিন্তা বেড়ে যায় ।

দাদাশ্রী : দিপাবলীর দিন চিন্তা বেড়ে যায় ? সেই দিন তো খাওয়া-দাওয়া ভাল মেলে, পোষাক ভাল মেলে, তবু ও ?

প্রশ্নকর্তা : খাওয়া-দাওয়ার জন্য তো আমি অনুভব ই করি না ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ও চিন্তা তো বাড়ে । এমন কত দিন চলবে ? কত স্টক আছে ? এখনো শেষ হয় নি ?! সারা দিনে চিন্তা না হয়, এমন এক দিন ও মেলে তো কত আনন্দ হয়ে যায় তো ! কিন্তু এক দিন ও এমন মেলে না । তোমাদের ওখানে সবার এমন হয় ?

প্রশ্নকর্তা : সবার কি জানি ?

দাদাশ্রী : কত লোক আনন্দে থাকে, তার খোঁজ কর নি ? তোমার একেলার ই না, সারা জগতে সব লোকের চিন্তা আছে । সবার আধি-ব্যাধি-উপাধি, ওরীজ !! আর জিজ্ঞাসা কর যে 'কি ভাই, কেমন আছ ?' তখন সে বলে যে, 'খুব ভাল আছি, খুব ভাল আছি ।' কিন্তু এই সব মিথ্যা কথা । এমন না বলে, তো তার ইজ্জত চলে যাবে । সেই জন্য ইজ্জত রাখার জন্য এমন বলে যে, কোন কষ্ট নেই আর নিজে জানে যে কত কষ্ট আছে ? কষ্ট কেউ বলে দেয় ? কষ্ট গুপ্ত ই রাখে, ও ভগবান 'কীমিয়া' (রাসায়নিক ক্রিয়া) কেমন ভাল করেছেন (!) যে কেউ কষ্ট ই বলে না । আর বৌয়ের সাথে ঘরে ঝগড়া হয়, তো সে থোড়াই কেঁদে বাইরে বের হয় ? তখন তো মুখ ধুয়ে বাইরে বের হয় । এভাবে জগত চলে আসছে ।

এমন, আসল কথা জানতে হবে । ও আসল কথা জানতে মেলে না লোকদের আর যে লৌকিক কথা আছে সেই কথা সব লোকেরা জানে । অলৌকিক কথা কি জিনিস, কখনো শোনে ও নি, পড়েও নি আর আমি বলেছি এমন জানে ও নি । অলৌকিক কথা জানে তো সব কষ্ট চলে যায় । এখানে অলৌকিক কথা জানতে মেলে । সেলফের রিয়েলাইজেশন হতে পারে, ফের চিন্তা কখনো হয় না আর বিজনেস ও আপনি করতে পারবেন ।

প্রশ্নকর্তা : মানে বা না মানে, পরন্তু সবার ওরীজ তো থাকেই।

দাদাশ্রী : কেন থাকে ? আপনি নিজে কে চেনেন নি আর আপনি বলেন, 'আমি রবীন্দ্র'। এমন ইগোইজম (অহংকার) করেন। 'এই সব আমি চালাই' এমন ও ইগোইজম করেন। আর এর থেকে ওরীজ ই থাকে। যে ইগোইজম করে না, তার কোন ওরীজ থাকে না।

প্রশ্নকর্তা : যার চিন্তা হয় না, সে তো ভগবান ই হয়ে গেছেন।

দাদাশ্রী : আমার সাথের যারা আছেন, ওদের কখনো একটা ও চিন্তা ই হয় না। ওরীজ নেই একেবারে। আর পকেট কেটে নেয় তাহলে ও চিন্তা নেই। এই কথা মানতে পারবে ? কি এই ওর্ল্ডে বিনা ওরীজ কোন মানুষ কখনো থাকতে পারে? কখনো চিন্তা না হয় এমন জ্ঞান আছে, এমন আমাদের ইন্ডিয়ান ফিলোসফী। পকেট কেটে নেয় তাহলেও কোন চিন্তা হয় না, গালি দেয় তাহলেও কিছু হয় না, নো ডিপ্রেশন, ফুল অর্পণ করে তো এলিভেশন নেই, এমন আনইফেক্টিভ হয়ে যায় (জ্ঞান দ্বারা)।

প্রশ্নকর্তা : এই স্টেজ কখন আসে ?

দাদাশ্রী : ও স্টেজ আমি মাথায় হাত রেখে করে দিই।

প্রশ্নকর্তা : চিন্তার কারণ কি হয় ?

দাদাশ্রী : চিন্তার কারণ ইগোইজম। আমাদের বিলীফে এমন আছে যে 'আমি ই চালাই' এমন ইগোইজম আছে, এর থেকে চিন্তা হয়। কে চালায়, ও জানতে পেরে যায় তো এর ওরীজ হবে না। কিন্তু সত্য জানতে হবে। কিন্তু ও তো শঙ্কা হয়। সেইজন্য কখনো বলে, ভগবান চালায়। আবার একটু পরে বলে, 'আমি চালাই'। আবার বলে '*মী কায় করু* (আমি কি করি)।' এর শঙ্কা আছে। এই ওর্ল্ড কে ভগবান চালায় ই না আর আপনি ও চালান না। ভগবান তো কিছু করতেই পারেন না। ও অন্য শক্তি হয়, সে ই সব চালায়। এই কথা জানে না সেইজন্য মনে এমন হয় যে আমি ই চালাই আর এর থেকে ওরীজ হয়, চিন্তা হয়ে যায়। চিন্তা ইগোইজম এক প্রকারের।

চিন্তা কিসের জন্য করেন, কোন পশু চিন্তা করে না, তুমি কেন চিন্তা কর ?

সবার যা প্রয়োজনীয় জিনিস, ও পেয়ে যায় আর আপনি ও পেয়ে যান। তবুও বেশী মেলে এমন আশা রাখেন, ও ভুল। স্বার্থের জন্য অনেক আশা রাখেন, সেটাই দুঃখ হয়। নয় তো দেহের জন্য সব জিনিস এমনি ই পাওয়া যায়।

দুটো মিলওয়ালা শেঠ, তো তার এক পল ও শান্তি থাকে না। সে তৃতীয় মিল বানানোর তৈয়ারী করে। তার খাবার জন্য ও সময় নেই। একজন শেঠ তৃতীয় মিল বানিয়ে ছিল, ডিনারের জন্য আমাকে ডেকেছিল। আমরা একসাথে খেতে বসেছিলাম আর ওনার ওয়াইফ সামনে এসে বসে। তো শেঠ বলে যে 'কেন এখানে এসেছ ?' তো সে বলে যে 'আজ আপনি জ্ঞানী পুরুষের সাথে বসেছেন, তো আজ তো শান্তিতে খাবার খান।' তো আমি বুঝে যাই যে শান্তিতে কখনো খাবার খায় না। তখন শেঠানী আমাকে বলেন যে 'আমি খাবার টেবিলে রেখে দিই, কিন্তু রাখার আগেই শেঠ মিলে পৌঁছে যান আর ফের বডী (শরীর) ই এখানে খায়। তখন আমি বলে দিই যে, 'শেঠ, আপনি খাবার সময় চিত্ত কে এবসেন্ট (অনুপস্থিত) রাখবেন না। চিত্ত কে প্রেজেন্ট (হাজির) রাখবেন। নয় তো আপনার ব্লাড প্রেসার হয়ে যাবে আর হার্ট এ্যাটেক ও হয়ে যাবে !! কেমন দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন ? কার জন্য এসব করেন ? কত লোভ আছে আপনার ? আপনি শান্তিতে খাবেন।"

কৃষ্ণ ভগবান কি বলেন যে প্রাপ্ত কে ভোগ কর, অপ্রাপ্তের চিন্তা করবে না। আপনার কাছে আছে ও শান্তিতে খাবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু চিন্তা-ওরীজ এই সব কি ?

দাদাশ্রী : চিন্তা-ওরীজ ও সব ইগোইজম।

প্রশ্নকর্তা : তো What is egoism ? (ইগোইজম কি ?)

দাদাশ্রী : আপনি যা হন, ও জানেন না আর আপনি নন, সেই নাম দিয়েছে, তো ও মেনে নিয়েছেন যে আমি রবীন্দ্র, সেই রং বিলীফ হয়ে গেছে, সেটাই ইগোইজম। 'আমি রবীন্দ্র' এমন ব্যবহারে তো বলতে হবে। কিন্তু ব্যবহারে তো শুধু ড্রামেটিক হওয়া উচিত আর আপনি তো রিয়েলী বলেন। রিলেটিভলী বলতে হবে। 'আমি রবীন্দ্র' এ তো বলতে হবে কিন্তু এমন বিলীফে থাকা উচিত না। এমন আপনার বিলীফ হয়ে গেছে, সেটাই ভুল। অন্য কোন ভুল নেই। সেটাই ইগোইজম। 'আমি এর ফাদার (পিতা)', এ দ্বিতীয় রং বিলীফ। 'আমি এর হাসবেন্ড (স্বামী)', এ তৃতীয় রং বিলীফ। এমন কত রং বিলীফ আছে ?

প্রশ্নকর্তা : So I am nothing. (তাহলে আমি কিছুই না।)

দাদাশ্রী : না, রাইট বিলীফ আছে তো। আমি এই সব রং বিলীফ ফ্রেকচার করে দিই আর রাইট বিলীফ দিয়ে দিই।

আপনি কি শঙ্করের ভক্ত ?

দাদাশ্রী : চিন্তা-ওরীজ হয়, তো কি ওষুধ নিয়ে আসেন ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবান কে স্মরণ করি।

দাদাশ্রী : কোন ভগবান কে ?

প্রশ্নকর্তা : যে ই মনে আসে, তাঁর নাম করি। কখনো শঙ্কর বলি, কখনো বিষ্ণু।

দাদাশ্রী : ভগবান তো এক জন ই স্থির করতে হবে। সব ভগবান কে রাখবেন তো কে আপনার কাজ করবে ? আপনি একজন ভগবান স্থির করে নেবেন।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ফের শঙ্কর ভগবান।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাহলে বিষ পান করেছিলেন কখনো আপনি ? ও শঙ্কর ভগবান তো বিষ পান করে শঙ্কর হয়ে গেছেন। তো আপনি ও কিছু পান করা উচিত তো ? তাহলে ফের আপনি ও শঙ্কর হয়ে যাবেন। আমি বিষ পান করেছি, তো আমি শঙ্কর হয়ে গেছি।

কখনো আপনার বৌ আপনাকে বিষ দেয় না ? আপনাকে এমন বলে না যে, 'তোমার আক্কেল নেই। তুমি মূর্খ লোক, তুমি ভাল লোক না' এমন তেমন ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো কখনো এমন বলে।

দাদাশ্রী : ওসব হাসিমুখে পান করে নেবেন, ও সব ই বিষ। এমন বিষ পান করে নেবেন, তো আপনি ও শঙ্কর হয়ে যাবেন। শঙ্কর কে কখনো খুশি করতে হয় তো যদি কেউ আপনাকে গালি দিয়ে দেয়, তো তার প্রতিকার করবেন না। তাকে গিলে ফেলবেন। কেউ যেমন ই বিষ দেয় তো খেয়ে নেবেন। আপনাকে কেউ বিষের গ্লাস দেয় ?

প্রশ্নকর্তা : মানে কোন না কোন প্রকারের দুঃখ তো জীবনে হতেই থাকে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো যেমন কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে ফেলেন, তেমন এই বিষ নির্ভয়ে খেতে পারবেন ? ও শান্তিতে খেয়ে নেবেন। তার জন্য খারাপ চিন্তা ও করা উচিত না, প্রতিকার না করা উচিত আর সেটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের মত খেয়ে নেবেন। তো ফের শঙ্কর হয়ে যাবেন। It is also a cold drink to be a Shankar ! (এ ও কোল্ড ড্রিঙ্কস শঙ্কর হবার জন্য !) ধীরে ধীরে যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস খান এমন শান্তিতে খাবেন। একসাথে খেয়ে ফেলেন তো আপনার তার প্রতি রূচি নেই, তার ভয় লাগে, এমন দেখা যাবে।

প্রশ্নকর্তা : লোকে বলে যে শঙ্কর ভগবানের জটা আছে আর তার থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়। লোকে এই বিশ্বাস করে, কিন্তু কেউ দেখে তো নি।

দাদাশ্রী : ও তো অবলম্বন। ও সব প্রাকৃতিক গুণ। ও হেল্প করে। শঙ্করের স্বরূপ কে বোঝা আবশ্যক। যে লিঙ্গ আছে না, তার দর্শন করে। ও লিঙ্গ শঙ্করের স্বরূপ না, শঙ্করের স্বরূপ তো কল্যাণ স্বরূপ হয় আর মোক্ষ স্বরূপ হয়। এমন শঙ্করের দর্শন হয়ে যায় তো কাজ হয়ে যায়। শঙ্করের দর্শন করতে সবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কথাটা বুঝতে পারে না। আমি শঙ্করের দর্শন করিয়ে দিই।

কেউ শঙ্করের ভক্তি করে, কেউ মাতার ভক্তি করে, এই সব লোক ব্যবহার। ছেলে বেলায় যে সংযোগ মেলে, সেই অনুসারে ব্যবহার করে আর তার থেকে সংসার চলে আর নিজের মন ও ঠিক থাকে। মোক্ষে যাবার জন্য তো ভিতরে বসে আছেন, সেই ভগবান কে চিনতে হবে। ভিতরে যে আছেন সে ই সব থেকে বড় মহাদেব। ভিতরের মহাদেব কে কখনো ভক্তি করেছিলেন ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তো বাইরের মহাদেবের ই ভক্তি করেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : সবাই বাইরের জন কে ই তো দেখায়।

দাদাশ্রী : কিন্তু ভিতরে যে আছেন না, সে ই সত্য। এর থেকে বড় দেব কেউ নেই। যখন পর্যন্ত এনার পরিচয় না হয়, তখন পর্যন্ত অন্য দেবের ভক্তি করা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : প্রথমে বাইরের ই কিছু হবে তো ভিতরে যাবে তো ?

দাদাশ্রী : কিন্তু ভিতরের যদি সাক্ষাৎকার হয়ে যায় তো কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় । বাইরের জনের ভক্তি তো অনেক দিন থেকে করছেন, কত জন্ম থেকে করছেন, তবু ও পূর্ণ হবে না । ও তো জন্ম-জন্মান্তর চলতেই থাকবে । কত জন্ম থেকে বাইরের ই করছেন কিন্তু ভিতরের জনের পরিচয় কখনো হয় নি ।

প্রশ্নকর্তা : সেই ভিতরের জনের পরিচয় কি ভাবে হবে ?

দাদাশ্রী : ও 'জ্ঞানী পুরুষ' করাতে পারেন । কৃপা থেকে সব কিছু হয়, তখন সাক্ষাৎকার হয়ে যায় আর ও কখনো যায় না, ফের দিন-রাত, পল-পল তাঁর ই ভক্তি হয় ।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানীর পরিচয় কিভাবে হয় যে ইনি 'জ্ঞানী' ?

প্রশ্নকর্তা : সে আমাদের এমন সাক্ষাৎকার করায় আর সেই সাক্ষাৎকার সফল হয়ে যায় তো আমরা বুঝে নিতে হবে যে ইনি 'জ্ঞানী' । সফল না হয় তো অজ্ঞানী এমন বুঝে নেবে । অন্য কি পরীক্ষা করবে ? সাক্ষাৎকার তো হতে হবে কি না ? ধার চাই না । নগদ ই চাই ।

মা-বাবার দায়িত্ব কতটুকু ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের বাচ্চা হয়, তো বাবা কে নিজের ডিউটী মনে করে তার সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : প্রথমে তো আপনি বাবা কি করে হয়ে গেলেন ? কি সাচ্চা বাবা হয়ে গেছেন ? সার্টিফাইড বাবা হন আপনি ?

বাবা কেমন হওয়া উচিত ? সার্টিফাইড বাবা হওয়া উচিত আর মা ও সার্টিফাইড হওয়া উচিত । এ তো উইদাউট এনি সার্টিফিকেট, বাবা-মা হয়ে যায় । যদি বাচ্চা কোন ছোট্ট ভুল করে, তো ওকে মার-ধর করবে । আরে, বাবা-মা কি করে হয়ে গেলেন ? যখন কি আপনার কাছে কোন সার্টিফিকেট ই নেই ?!

বাবা-মার দায়িত্ব কতটুকু ? যে যেমন এই প্রাইম মিনিস্টার মহাশয় আছেন, ওনার উপরে সারা হিন্দুস্থানের দায়িত্ব হয়, তেমন আপনার উপরে চারজন ছেলের দায়িত্ব হয় । সেই দায়িত্ব তো বোঝেন না আর বাবা হয়ে গেছেন আর বলেন যে, আমি ছেলের বাবা !

একজন ছেলের বাবা ছিল। সে ছেলের মা কে বলত যে, 'দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ। আরে, কোথায় গেলে, এদিকে এস। দ্যাখ, এই আমাদের ছেলে কি করছে! পা উঁচু করে আমার পকেট থেকে দুই আনা বের করে নিয়েছে। কত চালাক হয়ে গেছে।' আর ফের মা আসে আর এসব দেখে খুশী হয়ে যায় যে আমাদের ছেলে কত চালাক হয়ে গেছে। এমন কে বলে? ছেলের বাবা-মা বলে। সেই ছেলে ভাবে যে আরে! আজ আমি অনেক বড় কাজ করেছি। এ তো ছেলেকে চোর বানিয়ে যাচ্ছে!! মা-বাবার দায়িত্বের কোন ভান ই নেই আর মা-বাবা হয়ে বসে আছে। রেস্পন্সিবিলিটী আছে কি নেই?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ! তো ফের সার্টিফাইড বাবা-মা মানে কি?

দাদাশ্রী : সার্টিফাইড অর্থাৎ সংস্কারী হতে হবে। সংস্কার নেই, তো প্রথমে সংস্কার শিখতে হবে। যেখানে সংস্কারী পুরুষ থাকেন, সেখানে গিয়ে সংস্কার বুঝে নিতে হবে, যে বাচ্চাদের সাথে কেমন ব্যবহার রাখবে, ওয়াইফের সাথে কেমন ব্যবহার রাখা উচিত। সেই সব বুঝে নেওয়া উচিত। এখন তো আমাদের এখানে সংস্কারের কোন কলেজ ও নেই না!!!

ব্যবহার নিঃশেষের ইকোয়েশন

আপনারা ফাদার কে কি বলেন?

প্রশ্নকর্তা : বাবা।

দাদাশ্রী : আর সেই বাবা নিজের ছেলে কে কি বলে?

প্রশ্নকর্তা : খোকা।

দাদাশ্রী : খোকা? হ্যাঁ, তো সেই ছেলে বড় হয় তো বাবা ওকে কি বলে? খোকা? আর চল্লিশ বছরের হয়ে যায় তো কি বলে?

প্রশ্নকর্তা : খোকা ই বলে।

দাদাশ্রী : সেই ছেলে প্রত্যেক দিন বাবা কে 'বাবা, বাবা' করে খুশী করে। এক দিন ছেলে রেগে যায় আর বাবা কে বলে দেয় যে 'তুমি বেআক্কেলে লোক, তুমি

এমন, তেমন' তো ফের ? এই পাজল কি ভাবে সলভ হবে ? যেমন এলজেব্রাতে ইকোয়েশন করে, তো এতে কেমন ইকোয়েশন করবে ?

প্রশ্নকর্তা : ছেলের বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ।

দাদাশ্রী : কিন্তু ছেলে ক্ষমা চায় না । ক্ষমা চাইতো তো কাজ হয়ে যেত, তো ইকোয়েশন হয়ে যেত । কিন্তু চল্লিশ বছরের ছেলে, সে ডেপুটি কলেক্টর অফ গোয়া হয়, তো কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : Problem will remain as it is, no settlement. (সমস্যা যেমন তেমন ই থাকবে, সমাধান হবে না ।) তেমন ই থাকবে, নয় তো কোন এমন কাজ বাইরে থেকে এসে যায়, কোন ইন্সিডেন্স হয়ে যায়, সেখানে দুজনের ই প্রয়োজন হয় তো দুজনে এক হয়ে যাবে ।

দাদাশ্রী : তবুও বাবার মন থেকে যাবে না, ও তো ডেবিট ই থাকবে । প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে না । একাউন্ট সম্পূর্ণ হতে হবে তো ? এলজেব্রায় ইকোয়েশন হয়, তো ব্যবহারেও ইকোয়েশন চাই, না হলে ব্যালেন্স কিভাবে করবে ? তো ব্যবহারে ইকোয়েশন কি ভাবে করবে ? ছেলে তো বাবা কে কি বলে যে 'আপনি যেমন ছিলেন তেমন আমি বলে দিয়েছি ।' সেইজন্য তার ইকোয়েশন চাই না । কিন্তু বাবার তো ঘুম আসে না, তো কি করতে হবে ?

একজন লোক কোন ব্যাবসায়ী থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে যায় আর ফের দশ বছর পর্যন্ত ফেরত দেয় না তো ব্যবসায়ী কি করে ? ব্যবসায়ী লোকসানের খাতায় ধার বলে সেই লোকের নামে জমা করে দেয় । সে তার নামে জমা করে দেয় কি না? ইকোয়েশন তো করতে হবে তো ?

তো বাবার মন থেকে ওরীজ বের হয় যায়, এমন কিছু করতে হবে তো ? তো কি করবে ? যদি সেই বাবা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তো আমি বলে দেব যে 'তুমি ইকোয়েশন করে দাও ।' সে বলবে যে 'কি করে ইকইয়েশন করতে হবে ?' তো আমি বলব যে You are not a parmanent Daddy. You are a temporary Daddy . (আপনি পারমানেন্ট বাবা নন । আপনি একজন টেম্পোরেরী বাবা ।) বাবা পারমানেন্ট হয় কি টেম্পোরেরী ?

প্রশ্নকর্তা : টেম্পোরেরী ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আর সেই ছেলে ও টেম্পোরেরী। বাবা ও টেম্পোরেরী আর ছেলে ও টেম্পোরেরী, তো ইকোয়েশনে বাবা কি করে হয়ে গেল ? আই উইটনেসে এ বাবা হয়ে গেছে আর আই উইটনেসে এ ছেলে হয়ে গেছে কিন্তু সাচ্চা উইটনেসে, রিয়েল উইটনেসে কেউ কারো ছেলে ও না আর বাবা ও না। তাহলে ইকোয়েশন কি করে করতে হবে ? ইকোয়েশন এভাবে করতে হবে যে আই উইটনেসে আমি এর বাবা আর অন্য রিলেটিভ উইটনেসে এ আমার বাবা আর আমি ওর ছেলে। এমন ইকোয়েশন কর তো ছেলে ও খুশী হয়ে যাবে। ফের ছেলের বাবার সাথে প্রেম হয়ে যাবে। এমন ইকোয়েশন আপনি করবেন কখনো ? আপনার লাইফে ইকোয়েশন করতে হবে কি করতে হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : করতে হবে।

দাদাশ্রী : তো এটা বুঝতে পেরে গেছেন, ইকোয়েশন কিভাবে করতে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু বাবা এমন রীতি গ্রহণ না করে, এই ভাবে চিন্তা না করে তো?

দাদাশ্রী : এমন করতেই হবে। ইকোয়েশনের রীতি ই এটা আর এই রীতি তে ইকোয়েশন না করে তো সব রিলেশন ভেঙ্গে যাবে। কারণ ছেলের সাথে বাবার রিলেটিভ এড্জাস্টমেন্ট হয়, রিয়েল এড্জাস্টমেন্ট না। মাতা, পিতা, বৌ, ছেলে, সব রিলেটিভ এড্জাস্টমেন্ট। এই শরীরের সাথে ও রিলেটিভ এড্জাস্টমেন্ট, তো মার সাথে কিভাবে রিয়েল হবে ? All these are relative adjustment, (এই সবকিছু রিলেটিভ এড্জাস্টমেন্ট।) ও সব আই উইটনেসে হয়।

যখন আপনার বিয়ে হয়ে যাবে আর কখনো আপনার বৌ খুব রেগে যায়, তো ফের কি ওষুধ লাগাবেন ? আপনাকে বলবে যে ইউ আর আনফিট। এমন-তেমন বলবে, তো আপনি কি মেডিসিন করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : এক ই ইকোয়েশন এসে গেছে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, Husband is wife's wife (স্বামী বৌ এর বৌ). এই ইকোয়েশন লাগিয়ে দেবে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আমি জ্ঞানী হই নি, তখন পর্যন্ত আমি ইকোয়েশনে সব জায়গায় এমন ই থাকতাম।

আমার ভাইপো আমাকে 'কাকা, কাকা' বলতো। কি বলে আপনাদের ভাষায়? কাকা বলে তো ? তো আমাকে 'কাকা' বলে তো ভার বেড়ে যায়। আমাকে

বেশী মান দিয়ে দিচ্ছে, তো মানের ভার লাগবে তো ? তখন আমি মনে এমন বলি যে 'ও আমার কাকা, আমি ওর ভাইপো।' তখন ভার কম হয়ে যায়।

এমন ইকোয়েশন করে দেবে তো ? তো লোকে কি বলবে যে 'আমি এত কিছু বলে দিয়েছি তাতেও এর মুখে কোন প্রভাব নেই। আমি এত বলে দিয়েছি, তবুও আপনার কিছু মনে হচ্ছে না ?' তখন আপনি বলবেন, যে 'আমার মনে তো হয়, কিন্তু তোর ভালবাসার জন্য আমার কিছু মনে হয় না।' তখন আবার সে আপনার উপরে বেশী প্রেম করবে।

চব্বিশ তীর্থঙ্করের মার্গ কেমন হয় ? তার ফাউন্ডেশন ব্যবহারের হয়। প্রথমে ব্যবহার চাই। ব্যবহার একদম করেক্ট চাই, আদর্শ ব্যবহার চাই।

হিসাবী ব্যবহার কে কতদিন রিয়েল মানবে ?

প্রশ্নকর্তা : আমার পৌত্র মারা গেছে, তার দুঃখ দূর হয়ে যায় আর মনে শান্তি মেলে, এতটুকুই চাই।

দাদাশ্রী : আমরা সবাই কান্নাকাটি শুরু করি তো সেই বাচ্চা ফিরে এসে যাবে?

প্রশ্নকর্তা : এমন তো হয় না। আজ পর্যন্ত এমন হয় নি।

দাদাশ্রী : তাহলে ফের প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন যাচ্ছ ? আর দ্বিতীয় বাচ্চা হয়ে যাবে, এতে কেন ভয় পাচ্ছ ?

প্রশ্নকর্তা : এমন মনে হয় যে এতটুকু কম সময়ের জন্য আমাদের কাছে এসে আমাদের দুঃখ দিয়ে কেন চলে গেল ?

দাদাশ্রী : ও খাতায় যতটুকু হিসাব ছিল, ও সব হিসাব পরিশোধ করে দিয়েছে আর যতটা দুঃখ দেবার ছিল, ততটা দুঃখ দিয়ে চলে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : হিসাব কি জিনিস ?

দাদাশ্রী : ও তো পূর্বজন্মের দেনা-পাওনা, আর কিছু না, কোন সম্বন্ধ ই নেই। কেউ রিয়েল বাবা ও না আর কেউ রিয়েল ছেলে ও না। ও তো সব রিলেটিভ। রিয়েল ছেলে হয় তো বাবা যখন মরে যায়, তখন ছেলে কে ও তার সাথে যাওয়া উচিত। কিন্তু

কেউ যায় না তার সাথে, এ তো সব রিলেটিভ। শুধু হিসাব ই। তার একটু তো দুঃখ হয়, কিন্তু এত বেশী দুঃখ হওয়া উচিত না।

আপনি কাঁদেন তো ভগবানের খারাপ লাগে। আজ কাঁদছে, কাল কাঁদবে, পরশু কাঁদবে, হয়তো যতই কাঁদবে তবুও এক দিন কাঁদা বন্ধ করতেই হবে তো ?! এতে কি ফায়দা ? ঘরে পাঁচ জন লোক একসাথে হয়, সেই সবার হিসাব ই হয় মাত্র। অন্য কোন সম্বন্ধ নেই। ব্যবসায়ী আর গ্রাহকের যেমন সম্বন্ধ। অন্য কোন সম্বন্ধ ই না। এ তো আপনি সম্বন্ধ বানিয়েছেন যে, 'এ আমার মা। এ আমার ওয়াইফ।' ও সব বিকল্প। এ তো শুধু এড্‌জাস্টমেন্ট নিয়েছেন আপনি। সবাই সবার হিসাব নেবার জন্য জমা হয়েছে। যার হিসাব পুরা হয়ে যায়, সে চলে যায়। বাবা ও চলে যায়। সাচ্চা ছেলে কখনো আপনি দেখেছেন ? যে মরে গেছে, সে আপনার সাচ্চা ছেলে ছিল ?

প্রশ্নকর্তা : ভৌতিক দেহে এমন বলা যায় যে ও সাচ্চা ছিল।

দাদাশ্রী : ও রিয়েল ছেলে ছিল না আপনার। যদি রিয়েল ছেলে হত তো ওকে যখন জ্বালিয়ে দেয়, তখন আপনি ও ওর সাথে বসে থাকতেন। কেন বসেন নি ? ও রিয়েল না, ও রিলেটিভ। সাচ্চা সম্বন্ধ না, রিলেটিভ সম্বন্ধ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ওর আত্মা চলে যায়, ফের আমাদের ওর সাথে সম্বন্ধ থাকে না তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ও সম্বন্ধ রিলেটিভ সম্বন্ধ ছিল আর আপনার সাথে কোন হিসাব বাকি ছিল, সেই ঋণানুবন্ধ ছিল। আর তার থেকেই সমস্ত জগত চলে।

প্রশ্নকর্তা : এই ঋণানুবন্ধ কি হয় ? কেমন হয় ?

দাদাশ্রী : আপনি আর আপনার ছেলের যে ব্যবসা (সম্বন্ধ) চলছে, তাতে আপনি আধিক্য করেন, এর থেকে আবার ঋণানুবন্ধ শুরু হয়ে যায়। সাধারণ ব্যবহার হয় তো কোন অসুবিধা নেই। আপনি ছেলে কে গালি দেন, তো সে ও নিশ্চয় করে যে, 'আমি ও ওনাকে মেরে দেব।' এর থেকে সবাই পরের জন্মে একসাথে হয় আর যা দিয়েছিল, ও আবার ফিরে আসে। যা নিয়েছিল, সেটাই ফিরিয়ে দেয়। ব্যাস, সেটাই ব্যবসা।

প্রশ্নকর্তা : কোন ছেলে বাইশ বছরের বা চব্বিশ বছরের হয়ে মরে যায় আর দুঃখ দিয়ে যায় তো ও কোন কর্মের ফল ?

দাদাশ্রী : এই জগত এমন হয়, আপনি অন্যদের দুঃখ দেন তো ওরা আপনাকে দুঃখ দেবে। আপনি অন্যদের সুখ দেন তো লোকে আপনাকে সুখ দেবে। এই সব এমন ই ব্যবহারের কথা। যেমন আপনি করেন, তার তেমন ই বদলা মেলে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ তো ছোট ছেলে ছিল, নির্দোষ ছিল, নিরপরাধ ছিল।

দাদাশ্রী : ও তো আপনার যা একটু হিসাব ছিল, ও কমপ্লিট হয়ে গেছে। একটু খরচ করানোর আর দুঃখ দেবার ও একটু হিসাব ছিল। ততটা পুরা হয়ে গেছে, তখন ফের সে চলে গেছে। যদি বাইশ বছরের হয়ে ফের মরে যেত তো আপনার কত দুঃখ হত ?

অন্য লোকের ছেলে মরে না ? যখন আপনার পৌত্র মরে যায় তখন আপনার দুঃখ হয়, তো অন্যের ছেলে মরে যায় তখন ও ততটা ই দুঃখ হওয়া উচিত। আমাদের তো সমান হওয়া উচিত কি না ? আপনার কেমন মনে হয় ? এ তো আপনি নিজের জন্য কাঁদেন। অন্যের জন্য আপনার কিছু হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : না, সবার জন্য হয়।

দাদাশ্রী : সবার জন্য ? এই ওর্ল্ডের সবার জন্য আপনার এমন দুঃখ হয় ? না, আপনার সবার জন্য এমন হয় না। সমানতা হওয়া উচিত। সমানতা হয়ে যায় তো সব আপনার ইচ্ছা মত হয়ে যাবে। এমন সমানতা হয় না আপনার, সেইজন্য এমন দুঃখ হয়। সমানতা চাই তো ? এ তো স্বার্থের কথা যে যা অন্যের হয়, সেখানে আপনার সমানতা থাকে না।

এই যে জগতের সম্বন্ধ হয়, ও তো রিলেটিভ সম্বন্ধ, রিয়েল না। All these relatives are temporary adjustment. (এই সমস্ত রিলেটিভ জিনিস টেম্পোরেরী এড্জাস্টমেন্ট।) যা চোখে দেখতে পারা যায়, কানে শুনতে পারা যায়, ও সব টেম্পোরেরী এড্জাস্টমেন্ট আর আপনি পারমানেন্ট। যে রিলেটিভ এড্জাস্টমেন্ট আছে, ও তো টেম্পোরেরী ই হয়। কেউ তাড়াতাড়ি যায়, কেউ দেরি করে, সে ও রিলেটিভ। সব রিলেটিভ হয়। তাতে কিছু রিয়েল হয়, পারমানেন্ট হয়, এমন মেনে নেবেই না।

যতটা আপনার এর সাথে সম্বন্ধ ছিল, হিসাব ছিল, ততটা হিসাব পূর্ণ হয়ে গেছে, পরিশোধ হয়ে গেছে তো সে চলে গেছে। এ তো গেস্ট সব। আপনার ঘরে গেস্ট আসে, সে আবার চলে যায় কি চলে যায় না ? ভাল গেস্ট হয়, আপনি তাকে বলেন যে, 'আপনি যাবেন না, আপনার ঘরে যাবেন না, আমাদের এখানে থাকেন' তো কি সে থাকবে ? থাকবে না। এমন এই সব প্রকৃতির গেস্ট। আপনি ও প্রকৃতির গেস্ট। কেউ কারো ছেলে না। এই সব ড্রামেটিক। যেমন ড্রামায় ছেলে হয়, তো ও ড্রামার সময় পর্যন্ত ই হয়। এই ভাবে ছেলে কেউ কারো হয় ই না।

এই যে বিলীফ হয়, যে আমার কাছে ঘর নেই, আমার ছেলে নেই, আমার মেয়ে নেই, এই সব রং বিলীফ।

১৯২৮ এ আমাদের প্রথম ছেলে হয়েছিল। ওর জন্ম হয়, তখন আমি ফ্রেন্ড সার্কেলে বড় পার্টী দিয়েছিলাম। বাচ্চা ও এমন রূপবান ছিল, বিউটিফুল ছিল। সব লোকেরা বলতো যে আমি যে সন্তদের সেবা করেছিলাম, তার ফল পেয়েছি। দেড় বছর পরে ও মরে যায়। এদিকে আমি ফ্রেড সার্কেলে আবার বড় পার্টী দিই, জলসা করাই। সবাই ভাবে যে দ্বিতীয় ছেলে এসে গেছে। ওরা সবাই জিজ্ঞাসা করতে থাকে। পার্টী শেষ হবার পরে আমি বলে দিই যে, যে গেস্ট এসেছিল, সে চলে গেছে !!! তার জন্য আমি পার্টী দিয়েছি। তার কিছু বছর পরে মেয়ে আসে। সে ও চলে যায়। আবার ওর জন্য ও পার্টী দিই !!! কারণ আমি জানি যে কোন আত্মা কারো ছেলে হতে পারে না। এ শুধু রং বিলীফ ই হয়। আপনার ছেলে হয় তো ওকে আপনি একঘন্টা খুব গালা-গাল করেন, মারপিট করেন, তো তখন সে কি বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : বাপ কে মানবে না।

দাদাশ্রী : না, সে আপনার সাথে ঝগড়া করবে আর কোর্টে চলে যাবে। নিজের ছেলে হয় তো এমন করবে না। ওকে মেরে ফেল তবুও এমন করবে না। কিন্তু নিজের ছেলে হয় না তো ? শুধু রং বিলীফ আর রিলেটিভ ভিউ পয়েন্ট। এ রিয়েল ভিউ পয়েন্ট না। এখানে কোন মানুষ মরে যায় তো ফের তার পিছনে ওর ছেলে কেউ মরে যায় কি ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তো এ রিয়েল কথা না। এই সব রিলেটিভ কথা। আপনার ছেলে হয়, ওকে একঘন্টা গালি দাও তো সে এক ঘন্টায় আলাদা হয়ে যায় কি না ? আর ওয়াইফের সাথে ঝগড়া হয়ে যায় তো ? ডাইভোর্স ও হয়ে যায় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : তাহলে এ করেক্ট নয়, টেম্পোরেরী। কিন্তু টেম্পোরেরী ও না সম্পূর্ণ। টেম্পোরেরী ও যা ৫০ বছর, ৬০ বছর করেক্ট হয় তাহলে ফের অসুবিধা নেই। কিন্তু টেম্পোরেরী ও করেক্ট না। এই পালং আছে, এর সাথে এভাবে আধার রেখে বস তো এর আধার ভাল হয় যে আমরা কখনো পড়ে যাই না। কিন্তু জীবিত মানুষের আধার রাখ তো যে কোন সময় পড়ে যাই। কিন্তু নেচারের এরেঞ্জমেন্ট এমন হয় যে একে অন্যের বিনা চলেই না। এমন টেম্পোরেরী ও অল্প সময়ের জন্য থাকে, একদম চলে যায় না। কিন্তু ও পালং ও কখনো তো ভেঙ্গে যায় কি না ? অর্থাৎ এ ও রিলেটিভ। এই সব এড্জাস্টমেন্ট আর সব রিলেটিভ। এর এই বডীর সাথে ও আমাদের রিলেটিভ এড্জাস্টমেন্ট আছে, রিয়েল এডজাস্টমেন্ট না। এই বডী ও একদম চলে যায় না, কিন্তু সে ও রিয়েল এড্জাস্টমেন্ট তো না।

এই যে মনুষ্য শরীর (পেয়েছ), তো এর থেকে আমাদের কাজ করিয়ে নিতে হবে। সেল্ফ রিয়েলাইজেশন করে নাও। ফের এই শরীর চলে যায় তো কোন অসুবিধা নেই। এই কাজ করে নাও। কাজ না করে নাও (সমাধান) তো মনুষ্য জন্ম এমনি ই ব্যর্থ চলে যায়, ওয়েস্ট চলে যায়।

এই যে আপনার ছেলে আছে, তার আপনার সাথে গ্রাহক আর ব্যবসায়ীর যেমন সম্বন্ধ। ব্যবসায়ী কে পয়সা না দাও তো মাল দেবে না আর ব্যবসায়ী মাল ভাল দেয় তো গ্রাহক নেবে, এমন ব্যবসায়ী-গ্রাহক এর সম্বন্ধ। আপনি ছেলে কে প্রেম দেবেন তো সে ও আপনার সাথে ভাল থাকবে, আপনার লোকসান করবে না। ওকে আপনি গালি দেন, তো সে ও আপনাকে মারবে। এই ছেলে-মেয়ে, আসল ছেলে-মেয়ে হয় না কারো।

আজকালের ছেলে কেমন হয় যে যদি বাবা ওকে একটু ও বকা দেয়, ক্রোধ করে তো কি করবে ? বাপ কে ছেঁড়ে চলে যাবে। আরে, কোর্টে নালিশ ও করবে। এক ছেলে তার বাপের সামনে কেস জীতে যায়। পরে খুব খুশী ও হয়ে যায়। সেই ছেলে ফের উকিল কে বলে, 'উকিল সাহেব, একটা কাজ করেন তো আপনাকে তিন

শ টাকা বেশী দেব।' উকিল জিজ্ঞাসা করে, 'কি কাজ করতে হবে ?' তখন ছেলে বলে, আমার বাবার কোর্টে একটু নাক কাটাতে হবে !!! উকিল বলে যে, 'এ তো সোজা কথা, আমি নাক কাটানোর করে দেব।'

বলুন, এখন নিজের ছেলে কেমন হতে পারে ? এ তো ঋণানুবন্ধ হয়, হিসাব হয়। হিসাবে কিছু বাকি থাকে তো অবশ্য আসবে আর হিসাব না হয়, বহীখাতা ক্লীয়ের হয় তো কেউ আসবে না !

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য আছে, পুত্রের প্রতি কর্তব্য আছে, ও সব দায়িত্ব তো পালন করতে হবে কি না ?

দাদাশ্রী : দায়িত্ব অর্থাৎ কর্তব্যবন্ধন। আপনি না করেন, আপনার বিচারে না হয় তাহলেও করতে হবে। ও সব কর্তব্যবন্ধন।

কোন জিনিস এই জগতে ভলন্টরী হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন জিনিস ভলন্টরী হয় না। সবাই তাকে মনে করে ভলন্টরী, কিন্তু একজেক্টলী এমন হয় না।

প্রশ্নকর্তা : তো ভলন্টরী কিছু হয় না ?

দাদাশ্রী : ভলন্টরী হয়, কিন্তু এমন জানে না। ভলন্টরী ভিতরে আছে, ও জানা নেই আর যা ভলন্টরী না, কর্তব্যবন্ধন, তাকে সে নিজের ডিউটী বলে।

প্রশ্নকর্তা : সোসাইটি তে থাকি তো এই সব রিলেশন মেন্টেইন করা উচিত।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সংসারে থাকতেই হবে আর বৌয়ের সাথে সিনেমায় যেতে হবে, ছেলের সাথে বসতে হবে, সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। পরন্তু সত্য কথাটা বুঝে করা উচিত। পরন্তু সত্যি কথাটা কি, সেটা তো বুঝতে হবে তো ? একজন লোক ব্রান্ডী খায় তো সে না না ধরনের হাবভাব করে তো ? এমন এ ও সব ছিনালি। আর যদি ব্রান্ডী না খায় তো কোন ঝামেলা থাকে না। এমন কথা বুঝে যাও তো ব্রান্ডীর মত কোন ঝামেলা থাকে না। সত্যি কথা টা বুঝতে হবে তো ? এমন মিথ্যা কথা কত দিন চলবে ?

প্রশ্নকর্তা : এই লাইফ ভৌতিক হয় আর ভৌতিকবাদে কিছু টেনশন হওয়া আবশ্যক। টেনশন বিনা তো কিছু নতুন হতে পারে না, কিছু প্রাপ্তি করতে পারে না।

দাদাশ্রী : আপনি কি নতুন করবেন ? কি নতুন আবিস্কার করবেন ? নতুন জগত বানাবেন ? যে আবিস্কার করে, তার টেনশন থাকেই না। যে পরিশ্রম করে, তার ই টেনশন থাকে। আমি সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেরাই কিন্তু আমার একটু ও টেনশন নেই।

প্রশ্নকর্তা : আপনার স্টেজ তো আলাদা।

দাদাশ্রী : না, কিন্তু ও রিয়েলাইজ হয়ে যায় তো কি হয় যে সংসারের কোন টেনশন থাকে না আর সংসারে সবাই কে অনেক ভাল প্রেম, সাচ্চা প্রেম মেলে। এখন তো আপনার কাছে প্রেম নেই, আসক্তি আছে, সেইজন্য তো একটু-একটু ক্ষণে ক্রোধিত হয়ে যান। এটা কি রীতি ? সাচ্চা প্রেম থাকতে হবে। ক্রোধ কখনো হওয়া উচিত না।

ব্যবহারের হিসাবী সম্বন্ধে সমাধান কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : এই সংসার আছে, তাতে আমরা ঘরে থাকি, মোটর-বাংলো আছে, এই সবে থেকেও, আমরা ধর্ম করতে পারি এমন হতে পারে কি ?

দাদাশ্রী : ধর্মের বিনা তো সংসার চলেই না। প্রথমে ধর্ম চাই আর সংসার তার সাথে থাকতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : লোকে তো এমন বলে যে ধর্ম ই চাই আর সংসার ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই সব হয় কি ?

দাদাশ্রী : না, ধর্মের বিনা সংসার ই হয় না। প্রথমে ধর্ম চাই। কি জিনিস কে ধর্ম বলেন ? আপনার ভাইয়ের সাথে ধর্ম রাখবেন না অধর্ম রাখবেন ? ভাই কে গালি দেবেন ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : কারণ গালি দেওয়া অধর্ম আর গালি না দেওয়া, আমার ভাই ভাল, এমন সব বলা ধর্ম। ধর্ম তো থাকতেই হবে। সংসার কে ব্যবহার বলা হয়। আমি ব্যবহারে আদর্শ থাকি আর সারা দিন ধর্মেই থাকি। আমি কাউকে গালি দিই না, কারো খারাপ করি না। আমকে কেউ পাথর মারে তাহলেও আমি গালি দিই না আর আপনাকে কেউ পাথর মারে, তো আপনি কি করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : আমি ও পাথর উঠিয়ে মারব।

দাদাশ্রী : আমাকে কেউ পাথর মারে তো আমি গালি দিই না আর ভগবান কে বলি একে সদবুদ্ধি দিন। দুটো লোকসান না হয় যেন। এক তো পাথর লেগে গেছে, আবার গালি দিয়ে দ্বিতীয় লোকসান কেন করব ?

প্রশ্নকর্তা : প্রথম লোকসান ফিজিকেল আর দ্বিতীয় স্পিরিচুয়েল !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পকেট কেটে নেয় তো পাঁচ হাজার তো গেল আবার ওর সাথে ঝগড়া কেন করব ? ঝগড়া করলে দুটো লোকসান হয়। এক তো লোকসান হয়ে গেছে আর আবার দ্বিতীয় ঝগড়া করলে। তাতে ঘুম ও আসবে না। ওকে আশীর্বাদ দিয়ে দাও তো নিজের ঘুম আসবে। এই কথা পছন্দ হয়েছে আপনার ?

আর বিয়ে করবে, তারপর হাসবেন্ডের সাথে কিভাবে থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : ধর্মের সাথে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কখনো হাসবেন্ডের মাথা গরম হয়ে যায় তো নিজে শান্ত থাকবে। হাসবেন্ড দুটো বকা দিয়ে দেয় তাহলে ও শান্ত থাকবে। আমি কি বলি যে 'Adjust everywhere'. শাশুড়ি ভাল না হয় তো তার সাথে ও এডজাস্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : চুপ হয়ে যেতে হবে ?

দাদাশ্রী : চুপ হতে হবে না, এড্জাস্ট হয়ে যাবে। ওনার ভিতরে ভগবান বসে আছেন, তাঁকে প্রার্থনা করবে যে 'হে ভগবান, ওনাকে ভাল বুদ্ধি দিন, সদ্বুদ্ধি দিন।' তো ওনার কাছে ফোন পৌঁছে যাবে। ভগবান সবার ভিতরে বসে আছেন তো ? আর গালি দেবে তো বুদ্ধি ভাল থাকবে না। আমি বলেছি এমন করবে তো শাশুড়ি ও খুশী হয়ে যাবে। সে বলবে, 'এমন বৌমা তো দেখি ই নি আমি।' সে যা কিছু দুঃখ আমাদের দেবে, ও তো তার সাথে আমরা অধর্ম করেছিলাম সেটাই হবে। তুমি আবার ওনার সাথে এখন অধর্ম করবে না।

হাসবেন্ড আমাকে চিরকালের জন্য দাবিয়ে দেবে, এমন ভয় মনে রাখবে না। এভাবে কেউ দাবাতে পারে না। হাসবেন্ড বকা দেয় আর আপনি এড্জাস্ট হয়ে যান তো সে আপনার থেকে ভয় পেয়ে যাবে, ঘাবড়িয়ে যাবে। তখন আপনি বলবেন যে, 'ভয় পাবেন না, আমি আপনার ই,' এমন করলে আপনার চরিত্র বল উৎপন্ন হবে।

যার চরিত্র বল আছে, তার থেকে সব লোকে ভয় পায়।

প্রশ্নকর্তা : এই চাবি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এতে চরিত্র উৎপন্ন হয়, এতেই শীল উৎপন্ন হয়। শীল থেকে সামনের জনের উপরে প্রভাব পড়ে, সামনের জন ভয় পায়।

কোন লোক আমাদের পাথর মারে আর আবার আমাদের কাছে আসে, বলে যে 'আমার ভুল হয়ে গেছে।' ফের আমরা কিছু না করি, তো আমাদের সাথে আবার কখনো এমন করবে না। অন্য কেউ আমাদের পাথর মারতে আসে তো ও সে তাকে তাড়িয়ে দেবে আর বলবে যে 'ইনি বড় লোক।' বড় লোক কাকে বলে ? যে গালি দেয় তাকে ?

প্রশ্নকর্তা : না, সে তো অনেক ছোট হয়।

দাদাশ্রী : যার মধ্যে চারিত্রবল আছে, সে ই বড়।

ওয়াইফ আর হাসবেন্ডের ঝগড়া হয় কি হয় না ? অনেক হয়, তো আপনি ভাবেন নি যে হাসবেন্ডের সাথে কি করবেন ? আগের থেকে ভাবেন নি ?

প্রশ্নকর্তা : আমি এটাই ভাবতাম যে আমি কি করব ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো আমি যেমন বলে দিয়েছি, এমন রাখবে। কখনো মনে এমন ভাববে না যে আমাকে হাসবেন্ড দাবিয়ে দেবে। যে কোন কথা হয়, আপনি ছেড়ে দেবেন। যত আপনি ছেড়ে দেবেন, তত চারিত্রবল প্রকট হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে কখনো কেউ গালি দেয় তো তাকে আশীর্বাদ দেবে। গালি দেওয়া জন কত গালি দেবে ? যতটা আপনার হিসাব আছে, ততটুকুই গালি দেবে। তার থেকে বেশী গালি দেবে না। তার ও সীমা আছে। হাসবেন্ডের সাথে ঝগড়া হয় তো ফের সংসার ফ্রেক্চার হয়ে যাবে। আবার যদিও দুজনে সাথে থাকে কিন্তু মন ভেঙ্গে যায়।

এতটুকু কথা বোধে এসে যায় তো অনেক হয়ে যাবে।

গৃহস্থী তে মতভেদ, সল্যুশন কিভাবে ?

দাদাশ্রী : আপনার কৃষ্ণ ভগবানের সাথে ঝগড়া নেই তো ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : কৃষ্ণ ভগবানের তীর লেগেছিল, এটা জানেন ? তো এ কেমন জগত ? আর রামচন্দ্র ভগবানের কি কোন কম বাঁধা এসেছিল ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, ওনাকে বনবাসে যেতে হয়েছিল আর 'সীতা, সীতা' করে ঘুরে বেড়াতেন।

দাদাশ্রী : বনবাস তো ঠিক আছে। এখন তো এই সব লোকেরা বসে আছে না, এই সবার তো স্থায়ী বনবাস। জন্ম হয়েছে তখন থেকেই বনবাস। কিন্তু রামচন্দ্র ভগবানের স্ত্রী কে তো হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এমন এখানে এই সবার সাথে তো হয়না না ? কত আনন্দ। এমন কোন কষ্ট তো আপনার আসে নি তো ?

প্রশ্নকর্তা : এখন পর্যন্ত তো আসে নি।

দাদাশ্রী : আপনার বৌয়ের সাথে কোন দিন ঝগড়া হয় নি ?

প্রশ্নকর্তা : সাংসারিক জীবনে হতেই থাকে।

দাদাশ্রী : এমন ঝগড়া হয় তো ফের বিয়ে করার কি ফায়দা ? এক জন লোক আমার কাছে আসে, সে আমাকে বলে যে, "আমার বৌ আমাকে মেরেছে।' তো তার কি ন্যায় কি করবে ? আপনি বলুন, আপনার দৃষ্টিতে কি ন্যায় মনে হয় ? বউ কে ফাঁসিতে চড়ানো উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : ফাঁসি তে কেন চড়াবে ! বর আর বৌয়ের তো নিজেদের মধ্যের সংযোগ হয়।

দাদাশ্রী : তাহলে ফের মার খাবে ? এমন বিয়ে তে কি ফায়দা যে যেখানে মার ও খেতে হয় ! কিন্তু সবাই বিয়ে তো করে তো ? আবার 'এ আমার ওয়াইফ, এ আমার ওয়াইফ' করে কিন্তু ও আগের জন্মের ওয়াইফের কি হয়েছে? এই সব আগের জন্মের ছেলেদের কি হয়েছে ? ও সব ওখানেই ছেড়ে এসেছে আর এমন ই এখানে ছেড়ে এগিয়ে যাবে। কি এটাই ধান্দা ? এই পাজল সল্‌ভ তো করতে হবে কি না ? কতদিন এমন পাজলে থাকবে ?

কখনো বৌয়ের উপরে ক্রোধ হয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : যে ভাল ভাল লাড্ডু দেয় খাবার জন্য, তার উপরে ও ক্রোধ কর ? ওখানে তো ক্রোধ করতে হয় না। বাইর পুলিসের উপরে ক্রোধ কর তো কোন বাধা নেই। সেখানে ক্রোধ কর না ? ওখানে কেন কন্ট্রোলে থাক ?

প্রশ্নকর্তা : ওখানে ভয় আছে।

দাদাশ্রী : পুলিসের ওখানে নির্ভয় হয়ে যাও আর এখানে ঘরে ভয় পাবে। যে খাবার খাওয়ায়, সকালে চা-জলখাবার দেয়, সেখানে ক্রোধ কর তো খাওয়া-দাওয়া সব বিগড়ে যাবে। ওয়াইফের স্বামী হয়ে যায় ?! স্বামী হতে অসুবিধা নেই কিন্তু স্বামীগিরি করবে না । It is a Drama. তো আপনি ড্রামার স্বামী। The world is the drama itself. (এই জগত স্বয়ং এক নাটক।)

প্রশ্নকর্তা : আমরা গৃহস্থ, আমাদের লোকাচারের পালন তো করতে হয়।

দাদাশ্রী : লোকাচার ও তোমার ভাল না। কখনো কখনো বৌয়ের সাথে মতভেদ হয়ে যায়, ফ্রেন্ডের সাথে মতভেদ হয়ে যায় কি না ? লোকাচার আদর্শ হওয়া উচিত। 'আমার' ও বৌ আছে, পরন্তু ও তো 'প্যাটেল'এর, 'আমার' তো কোন বৌ নেই। এই 'প্যাটেল'এর বৌ, কিন্তু একটা ও মতভেদ ওনার সাথে নেই।

প্রশ্নকর্তা : এ কি করে সম্ভব ? মতভেদ তো থাকবেই।

দাদাশ্রী : মতভেদ তো কখনো হয় ই নি। সে কখনো বলে যে, 'আপনি এমন, তেমন, ভোলা, লোককে সব দিয়ে দেন'। তো আমি বলি যে, ভাই, আগের থেকেই আমি এমন ছিলাম, আজ থেকে না। তাহলে কি করে মতভেদ হবে ? এখন তো এমন কিছু বলেই না শুধু আমার দর্শন করে।

বৌ এর সাথে এড্‌জাস্টমেন্টের চাবি

প্রশ্নকর্তা : নিজের বৌ-বাচ্চাদের সাথে এড্‌জাস্টমেন্ট কিভাবে করতে হয়?

দাদাশ্রী : বৌয়ের সাথে কখনো ঝগড়া করবেন না। বৌ ঝগড়া করে তো আপনি বলবেন যে কিসের জন্য ঝগড়া কর ? এতে কি ফায়দা ? তবুও সে বলে তো বলতে দাও, কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্নকর্তা : সে বলে আর আমি না থামাই তো ওতে আরো দোষ হয়ে যাবে না?

দাদাশ্রী : ওর কি গোঁফ এসে যাবে ? সে কি পুরুষ হয়ে যাবে ? এ তো শুধু ভয়। এ তো ভয় থেকে জগতে ঝগড়া চলতে থাকে। আমি দেখেছি যে এক জন্মের কারো হাতে নেই। আপনি ওকে মার-ধর কর তাহলেও সে বলবে। এতে আপনার ই লোকসান হয় আর বৌয়ের ও লোকসান হয়। এই সব ছেড়ে দাও আর কি হয়, কি হয়ে যাচ্ছে, ও 'দ্যাখ'। আমি সবাই কে কি বলি যে Adjust everywhere ! (সর্বত্র মানিয়ে নেওয়া)

এক মিয়াভাই আমার পরিচিত ছিল। আমি ওকে বলি যে 'ভাই, বৌয়ের সাথে ঠিক থাকে কি না ? তো বলে যে 'আমার সব ঠিক আছে।' আমি জিজ্ঞাসা করি যে 'এই সবার বৌয়ের সাথে ঝগড়া হয় আর তোমার কখনো ঝগড়া হয় না ?' তো বলে যে, ;আমার কখনো হয় না। বৌয়ের সাথে ঝগড়া করে কি ফায়দা ?' আমি জিজ্ঞাসা করি যে, 'বৌ কোন দিন গোঁসা হয়ে যায় না ?' তো বলে যে, কখনো গোঁসা হয়ে যায়। কিন্তু বৌয়ের সাথে ঝগড়া করলে তো, দেখুন না, আমার তো দুটোই রুম আছে, তো এদিকে ঝগড়া করি তো সারা রাত যে রুমে ও জাগবে আর সেই রুমে আমি ও জাগব। এতে ফায়দা কি ? বৌ আমাকে গালি দেবে, কিন্তু বৌ কে আমি গালি দেব না। বৌ কে আমি মারবো না।' আমি বলি, কেন ?' তো বলে যে, 'বৌ তো আমাকে সুখ দেয়। বৌ কত ভাল খাবার বানায়, ভাল মটন ও বানায়। ফের ওর সাথে ই কেন ঝগড়া করবো ? আমি তো পুলিস কে মারব, বাইরের লোককে মারব, ঘরে কাউকে মারব না।' আমাদের লোকেরা কি করে যে বাইরে থেকে মার খেয়ে আসে আর ঘরে বৌ কে মারে।

স্ত্রী তো দেবী। তার সাথে ঝগড়া কি করে হতে পারে ? তার মাথা গরম হয়ে যায়, তাহলে ও কোন অসুবিধা নেই। একটু পরে মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তখন বোঝাবে যে 'তুমি কি কি চাও, আমাকে একবার বলে দাও' এই ভাবে ওকে রাজি করাবে। আপনি দোকানে কিভাবে সবাই কে খুশী করে দেন, তেমন ঘরে সবাই কে খুশী করে দেবেন।

এ নিজের ওয়াইফ, এমন মানবে না আর সে আমাদের উপরে চড়ে বসবে এমন মনে করবে না। আরে, কি চড়ে বসবে ? ওর গোঁফ এসে যাবে না, সে স্ত্রী ই

থাকবে। এক জন্মে যা স্থির করেছ, সেটাই হবে, এমন ই করবে। তো বৌয়ের সাথে শান্তিতে থাকবে, ফাইলের সমাধান সমভাবে করবে।

এক জন্মের কথা আপনার বোধে এসে গেছে ? দ্যাখ, আমরা ঘরে একেলা আছি আর বাইরে যেতে হয়, তো দরোয়াজা খোলা রাখবো না, তালা লাগাবো। কেন এমন করি ? যে এই জীবনে তো কিছু হবার নেই, কিন্তু দরোয়াজা খোলা দেখে অন্য কারো বিচার আসবে চুরি করার। আজ তো কিছু হবে না, কিন্তু সে পরের জন্মে চোর হয়ে যাবে। সেইজন্য এমন দরোয়াজা খোলা রাখবে না, তালা লাগিয়ে যাবে।

'এ আমার বৌ, বলে তো, ও রিলেটিভে হয়। রিয়েলে আমাদের কেউ আত্মীয় ই হয় না। বলে কি না যে এ আমার মা, তো সে ও রিয়েল সম্বন্ধ না। এই বডীর সাথে ও রিয়েল সম্বন্ধ নেই, তো মায়ের সাথে রিয়েল সম্বন্ধ কি করে হতে পারে ? ও সব রিলেটিভ।

মায়ের সাথে রিয়েল সম্বন্ধ হয় তো মা মরে যায়, তখন তার দুই-চার ছেলে হয় তো ওরাও তার সাথে মরে যাবে। কিন্তু কেউ মার সাথে মরে না তো ! ও রিলেটিভ সম্বন্ধ। রিলেটিভ অর্থাৎ বডীর আধার হয়। এই বডী ও রিলেটিভ আর তার আধার ও রিলেটিভ হয়, রিয়েল না। মার সাথে ব্লাড রিলেশন হয় আর ফ্রেন্ড হয় তো তার সাথে নেবার রিলেশন হয়। কিন্তু সব রিলেশন ই হয়, কেবল।

ব্যবহারে শঙ্কা ? সমাধান, বিজ্ঞান দ্বারা

কোন এক জন লোক আমার এখানে আসতে থাকে আর একদিন আমার কোটের পকেট থেকে দুইশ টাকা নিয়ে যায় আর এই ভাই দেখে ফেলে। কিন্তু অন্য কেউ দেখে নি। এই ভাই বলে দেয় যে এই লোকটা আপনার পকেটে হাত দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে গেছে। তো আমার বোধে এসে যাবে যে এই লোকটা আমার দুইশ টাকা নিয়ে গেছে। কিন্তু পরের দিন সে আবার আমার কাছে আসে তাহলেও আমার ওর জন্য শঙ্কা হবে না। এমন কত লোকের শঙ্কা হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : না, সবার শঙ্কা তো হয়েই যাবে।

দাদাশ্রী : তো যখন পর্যন্ত শঙ্কা আছে, তখন পর্যন্ত আপনার জ্ঞান নেই। এই লোকটা এসেছে আর কিছু নিয়ে গেছে, কিন্তু আমার শঙ্কা হবে না। কেউ নিতে পারেই না, এই জগত এমন। এই লোকটা যদি দ্বিতীয় বার ও নিয়ে যা, তো ওর কোন

পাসপোর্ট আছে, তার থেকেই নেয় । নয় তো কেউ কিছু নিতে ই পারে না । এই জগতে কারো শৌচাগারে যাওয়ার নিজের শক্তি নেই । All are tops !! (সবাই লাট্টু!!) যা নিজের শক্তি আছে, ও ওর জানা নেই । আমি নিঃশঙ্ক, কিসের আধারে সে এটা করে, এ আমি জানি । কোন মানুষ কিছু ই নিতে পারে তো তার পিছনে কোন আধার আছে। নয় তো কোন লোক কিছু নিতে পারেই না । সেই আধার যার জানা হয়ে গেছে, ফের তার কি অসুবিধা । তার কারো সাথে ঝগড়া করার আবশ্যকতা ই নেই । আপনার এখন একটু শঙ্কা হয়ে যায় ? সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক না হয়ে যায়, তখন পর্যন্ত শঙ্কা হতে থাকবে ।

এই ওর্ল্ড এ কারো দ্বারা কোন জিনিস হতেই পারে না । কারণ this is result (এটা পরিণাম) । জন্ম হয়েছে, সেখান থেকে লাস্ট স্টেশন পর্যন্ত রিজাল্ট ই শুধু । পরীক্ষা ভিতরে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার জানা নেই । যখন রিজাল্ট আসে তো ঝগড়া করে, যে এই লোক আমার পয়সা নিয়ে গেছে । এর থেকেই সংসার দাঁড়িয়ে আছে । সাচ্চা দৃষ্টি নেই, সেইজন্য সবাই দুঃখী ।

কোন লোক কিছু ই করতে পারে ই না । যা আগের থেকে টাইপ হয়ে গেছে সেই কথা আছে এতে । আমার কারো সাথে মতভেদ নেই । কেউ টাকা নিয়ে যায়, তার সাথে ও মতভেদ নেই । সেই লোক আবার আসে তো আমি তাকে বলব, 'আসুন, বসুন !' যদি এমন না বলি তো আমার তার সাথে দ্বেষ হয়ে যাবে আর আমার সমাধি চলে যাবে । যেখানে দ্বেষ আছে, সেখানে সমাধি নেই । কিন্তু আমার নিরন্তর সমাধি থাকে । এমন 'অক্রম বিজ্ঞান' আজ প্রকট হয়েছে । এই ওর্ল্ড কি জিনিস ? কিভাবে চলছে ? কে চালায়? সে দুইশ টাকা নিয়ে গেছে, ও কিভাবে নিয়ে গেছে ? ও সব চাবি আমার কাছে আছে । কারণ এই বিজ্ঞান সর্ব-সমাধানী বিজ্ঞান । সর্ব-সমাধানী অর্থাৎ at any place, at any time, in any circumstance (যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়, যে কোন আবস্থাতে) । সাপ আসে, বড় ডাকাত আসে, তখন ও এই বিজ্ঞান সেখানে সমাধান দেয় ।

আগের জন্মের বৌ এর কি ?

প্রশ্নকর্তা : এই ভাই গৃহস্থীতে ব্রহ্মচারী, 'সাত প্রতিমা'ধারী (ব্রহ্মচর্যব্রতধারী), কিন্তু ওনার দুঃখ এমন যে আমার মরার পরে বৌ এর কি হবে, এটার খুব চিন্তা আছে। আপনি এনার সমাধান করান ।

দাদাশ্রী : ও আগের জন্মের বৌ এর কি হয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : আগের জন্মের কি জানি ?

দাদাশ্রী : তাহলে আবার কিসের জন্য চিন্তা কর ? ও আপনার বৌ কি করে? ও তো সব ব্যবহারে হয় । ও কর্মের উদয়ের জন্য হয় । যখন পর্যন্ত সে ডিভোর্স নেয় নি, তখন পর্যন্ত আপনার বৌ আর ডিভোর্স নিয়ে নেয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : এমনি তো ডিভোর্স যেমন ই । ব্রহ্মচর্যের মানে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ই নেই ।

দাদাশ্রী : ব্রহ্মচর্যওয়ালা স্ত্রীর পরোয়া করেন না । আপনি নিজের চিন্তা করেন। যখন পর্যন্ত বৌ আপনার সাথে আছে, সে পর্যন্ত তার সেবা করবে, অন্যের ও সেবা করবে । আপনার পরে কি হবে ও কে জানে ? আপনার 'ওখানে' গিয়ে কি হবে সেটাও কে জানে ? আপনার কাছে কোন সার্টিফিকেট আছে যে ওখানে যাবেন তো কোন স্থান পাবেন ? আর বৌ কে জিজ্ঞাসা কর তো বৌ বলবে যে 'তুমি আমার চিন্তা করবে না ।' আপনি নিজেই এমন করেন । ব্রহ্মচারীর এমন হওয়া উচিত না।

ভ্যিয়ু পয়েন্টের মতভেদ, উপায় কি ?

এই ওর্ল্ড মেন্টাল হস্পিটাল হয়ে গেছে । আমাকে কেউ বলে যে 'আপনি মেন্টাল ।' তো আমি বলব, ভাই, তোমার কথা ঠিক । তুমি আমাকে বলেছ, এ ও তোমার উপকার ।' আপনি মেন্টাল, এই কথা বলে ছেড়ে দেয়, সে তো আমার উপরে কত উপকার করে, নয় তো অন্যরা তো মেন্টাল এই কথাতেই ছেড়ে দিত না, ওঁরা তো লাঠি নিয়ে মারত, সব কিছু করতে পারে । মেন্টালের কি দোষ ? কোন দোষ না তো !

একটা বলদ দাড়িয়ে আছে, তো সবাইকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে কি দেখছেন ওখানে ? তো কেউ বলবে যে বলদ দেখাচ্ছে । কেউ বলবে, আমার গাই দেখাচ্ছে । কেউ বলবে, আমার ঘোরা দেখাচ্ছে । যার যেমন দৃষ্টি পৌঁছায়, তেমন ই বলবে । দৃষ্টি না পৌঁছায় তাহলে ফের কি করবে ? আবার বলবে, আমার গাধা দেখাচ্ছে । তো কি খারাপ ভাববে ? কি আমরা ওর উপরে ক্রোধিত হয়ে যাবো যে বলদ আছে আর তুমি কেন গাধা বলছ ? ও দেখতে পাচ্ছে না, ফের ওর কি দোষ বেচারার ? এমন সব ভুল আছে জগতে । আসল দেখে না, সেইজন্য ভুল হয় ।

কোন লোক আমাকে বলে যে আপনি গাধা, তো আমি বুঝে যাবো যে এই কথা ঠিক। ওর যেমন দেখাচ্ছে, তেমন ই বলছে। ওকে মেরে-মেরে ওর ভ্যিউ পয়েন্ট বদলানো ঠিক না। ওকে বুঝিয়ে ভ্যিউ পয়েন্ট বদলাতে পার। যেমন যার ভ্যিউ পয়েন্ট, তেমন ই সে করে। কুকুর, গাধা, সব জীব আর সব মানুষ ও যার যেমন ভ্যিউ পয়েন্ট, তেমন ই করে।

প্রশ্নকর্তা : এই অন্য যোনি থেকে মনুষ্য তে ফিরে আসতে পারে কি ?

দাদাশ্রী : ও সব অন্য যোনি থেকেই এখানে আসে। পশুর মধ্যে কুকুর, গাধা সব এখানেই আসে। ৩২% এ গাধা হয় আর ৩৩% এ মনুষ্য হয়। ৩৩% এ পাস হয়।

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য ছাড়া অন্য যে প্রাণী হয়, ওরা প্রামাণিক হয়। ওদের যোনি তে ও অনেক ভাল গুণ আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। ওদের পারসেন্ট ভাল থাকে। যে ৩২% এ ফেল হয়েছে ও মনুষ্য যেমন ই দেখায় আর ৩৩% এ পাস হয়েছে, ওরা মনুষ্যতে হয়ে ও জানোয়ার যেমন দেখায়। ৩৩% এ পাস হওয়া তুমি দেখেছ কি দ্যাখ নি ?

প্রশ্নকর্তা : দেখেছি।

দাদাশ্রী : ওদের সাথে ঝগড়া করবে না। যে ৩৩% এ পাস হয়েছে, ওদের সাথে কি ঝগড়া করবে ?! যে ৫০% এ পাস হয়েছে, তার সাথে ঝগড়া কর না !

প্রশ্নকর্তা : যেখানে দ্যাখ সেখানে মানুষ স্বার্থী ই দেখা যায়, এমন কেন ?

দাদাশ্রী : কখনো স্বার্থী লোক তুমি কাউকে দেখেছ ? আমরা একেলা ই স্বার্থী!!! কারণ আমরা 'স্ব' এর অর্থের জন্য জীবিত আছি। আপনি যাকে স্বার্থী বলেন, সে স্বার্থ তো ভ্রান্তির স্বার্থ অর্থাৎ স্বার্থ নেই, পরার্থ আছে। পরের জন্য সত্য-মিথ্যা করে, হস্তক্ষেপ করে আর অপার দুঃখ সহ্য করে। ও সব পরার্থী হয়। পরার্থী তো নিজের স্বার্থ বিগড়ায়।

সংসার – নিজের ই হস্তক্ষেপের প্রতিধ্বনি

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন যে কোন জীব অন্য কোন জীবে দখল দেয় না, ও কিভাবে ?

দাদাশ্রী : ওর্ল্ডে দখল করনেওয়ালা কোন জীব হয় ই না। ও যে দখল করে, ও তোমার দখলের প্রতিধ্বনি। তোমার বোধে এসে গেছে তো ?

প্রশ্নকর্তা : না, না, আরো বুঝিয়ে দিন !

দাদাশ্রী : আমি কোন দখল করি নি, তো আমাতে কেউ দখল করে না। ও তোমাকে যে দখল করে, ও তোমার আগের জন্মের হিসাব। আপনাকে কেউ দুটো গালি দেয়, তো আপনি চিন্তা করবেন যে দুটো ই গালি কেন দিয়েছে ? তিনটে কেন দেয় নি ? একটা কেন দেয় নি ? আবার আপনি বলেন যে 'ভাই, দুটো গালি দিয়েছেন, এখন আরো দুটো গালি দিয়ে দিন।' তো সে বলবে যে কি আমি অকর্মন্য লোক ? আমি গালি দেব না। গালি দেওয়া ও ওর হাতে নেই। আপনার হিসাব আছে, ততটা পাবেন। যদি আপনার ব্যবসা চালু রাখতে হত তো আপনি আবার দুটো গালি দিয়ে দিন আর বন্ধ করতে হয় তো গালি দেবেন না।

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের ন্যায় আর জগতের ন্যায় আলাদা হয় কি ?

দাদাশ্রী : দুটোই আলাদা। জগতের ন্যায় ভ্রান্তি থেকে হয়। এই সব ভ্রান্তি ওয়ালা ন্যায়াদীশ আর ভগবানের ন্যায় শুদ্ধ হয়। যেমন হয় তেমন ই ন্যায় করেন। দুটোই ন্যায় আলাদা হয়।

জগতের ন্যায় তো কি বলবে যে, যে পকেট কেটে নিয়েছে, তার ভুল আর ভগবানের ন্যায় বলে যে যার পকেট কাটা গেছে, তার ভুল। ভগবানের সরল ন্যায়। বাস্তবিক ন্যায় !! এক সেকেন্ড ও এই জগত ন্যায় বিনা হয় না। 'যেমন হয় তেমন' ই ন্যায় দেন। তোমাতে দখল করার কেউ ওর্ল্ডে নেই। তোমার দখল এক অবতার বন্ধ হয়ে যায়, ফের কেউ দখল করার থাকবে না। সমস্ত বোম্বাই তে গুন্ডাগর্দী চলে, কিন্তু আপনাকে কেউ হাত লাগাবে না।

প্রশ্নকর্তা : এই দখল বন্ধ কিভাবে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : কোন গুন্ডা তোমার হোটেলে এসে যায়, ওকে তুমি ঝগড়া করে বের করে দিলে। পরে তুমি 'দাদা ভগবান' কে নমস্কার করে বলবে যে, 'হে দাদা ভগবান! আমার এমন করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমাকে করতে হয়েছে', তো এভাবে আমার সামনে আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান ওখানে ঘরে বসেও স্মরণ করে করবে, তো তোমার দখল পুরা হয়ে যাবে।

কি করতে হবে, বুঝে গেছ তো ? দ্যাখ, এমন বলতে হবে, 'হে দাদা ভগবান, আমি গুন্ডাকে অনেক মেরে দিয়েছি। আমার পশ্চাত্তাপ হয়। তার আমি ক্ষমা চাইছি, আবার এমন করব না' এমন বলবে তো অনেক হয়ে যাবে।

আপনার দখল কখন বলা হবে যে যখন গুন্ডাকে আপনি মেরে দিলেন আর পরে বলেন যে গুন্ডাদের তো মারা ই উচিত। তো ও দখল হয়ে গেল। আপনার অভিপ্রায় ফিট হয়ে গেছে যে মারা ই উচিত। তো দখল চালু থাকবে আর আপনার অপিনিয়ন এমন ফিট হয়ে যায় মারা উচিত না আর উপর থেকে প্রতিক্রমণ কর তো আপনার দখল বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সব বীতরাগ ভগবানের কথা। চব্বিশ তীর্থঙ্করের কথা। কত ভাল এই কথা !!!

আপনার পকেট যে কাটে, সে সত্যিকরে দোষী না। সে তো নিমিত্ত মাত্র। দোষা আপনার। আপনার নিজের দোষের ফল পাওয়ার (সময়) হয়, তখন সেই নিমিত্ত মেলে। তার কোন দোষ নয়। আজ আপনার দোষ থেকে সেই নিমিত্ত এসে গেছে। সেই (পকেট) কাঁটা জন তো এখন এখান থেকে পয়সা কেটে নিয়ে গেছে। ওর তো অনেক আনন্দ, হোটেলে যাবে, খাবার খাবে। দুঃখ কার হয় ? যার দুঃখ হয় তার ই দোষ আর সেই লোক (পকেটমার) যখন পুলিসের হাতে ধরা পরবে, তখন তার দোষ ধরা পরবে। আজ আপনার দুঃখ হয়, তো আপনার দোষ ধরা পরেছে। এমন প্রত্যেক বিষয়ে হয়। আপনাকে কেউ গালি দেয় তো সেই দোষ আপনার , গালি দেওয়া জনের না। লোকে কি মানে যে এ গালি দিচ্ছে, এর ই দোষ। চোর পকেট কেটেছে তো চোর ই দোষী এমন বলে কি না সব লোকেরা ?

প্রশ্নকর্তা : এখন পর্যন্ত তো আমি ও সেটাই মনে করতাম যে দোষী চোর ই।

দাদাশ্রী : আপনি ই মনে করেন এমন না, সমস্ত জগত মানে। কিন্তু আপনি ভেবে দেখেন তো আপনার খেয়ালে এসে যাবে যে এর দোষ না।

প্রশ্নকর্তা : চোরের দোষ তো এখন না, কিন্তু যখন ধরা পরে, তখন দোষ কেন হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : না, সেই সময় তো ওর দোষ ধরা পরেছে । তুমি আগে চুরি করেছিলে, তো আজ ধরা পরেছ । এমন ও চুরি আজ করেছে কিন্তু পুলিস ধরবে তখন ওর দোষ ধরা পরবে । 'ভুগছে তার ই ভুল', যে ভুগছে তার ই ভুল ।

প্রশ্নকর্তা : তবুও কখনো কখনো এমন মনে হয়, এই সংসারে অনেক বড় অন্যায় হয় ।

দাদাশ্রী : এই সংসারে কখনো অন্যায় হয় না । যা ই কিছু হয়, ও ন্যায় ই হয়। প্রত্যেক জীব নিজেই নিজের হোল এন্ড সোল রেস্পোন্সিবল হয় । অন্য কেউ এতে হস্তক্ষেপ করে না । অন্য কেউ যা কিছু করে, সে নিমিত্ত হয় । কেউ কাউকে কিছু করতে পারার ই না । পরন্তু নিজের ই ভুল থেকে সেই নিমিত্ত মেলে । যার ভুল নেই, তাকে নিমিত্ত মেলে না । ভগবান মহাবীরের কোন নিমিত্ত ছিল না । কারণ তাঁর ভুল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । ভুল ছিল তখন পর্যন্ত তাঁর ও নিমিত্ত ছিল আর তখন পর্যন্ত তাঁর উপসর্গ ও এসেছিল । কোন ও জীব কে একটু ও দুঃখ না দেওয়া উচিত । কেউ আমাদের দুঃখ দেয় তো সহ্য করে নিতে হয় । কাউকে দুঃখ দিলে অনেক রেস্পন্সিবিলিটী আসে ।

কত লোকসান সহ্য করবে ? এক কি দুই ?

কেউ তোমার পকেট কেটে নিয়েছে আর পঞ্চাশ হাজার চলে যায় ফের তুমি চোর কে গালি দাও কিন্তু সেই টাকা আবার ফিরে আসে কি আসে না ?

প্রশ্নকর্তা : আসবে না ।

দাদাশ্রী : না ? তো তুমি এক লোকসানে দুই লোকসান সহ্য কর । এক লোকসান তো নির্মাণ হয়েছিল আর আপনি দ্বিতীয় ও খান । কারোর একটা ই ছেলে হয়, সে মরে যায় তো ছেলে গেল, ও এক লোকসান তো হয়েছে আর পিছনে কাঁদে, মাথা কোটে, কত দুঃখী হয় পরন্তু ছেলে কি ফিরে আসে ? ঘরের সব লোকেরা কাঁদতে শুরু করে তাহলেও ফিরে আসে না । এমন সবাই দুটো লোকসান সহ্য করে।

পাঁচ লাখের ঘর হয়, ও 'আমার ঘর, আমার ঘর' বলে কিন্তু ঘর জ্বলে যায় তো কত দুঃখ হয় ? ঘর জ্বলে গেছে ও এক লোকসান, আবার কান্নাকাটি করে ও দ্বিতীয় লোকসান হয় ।

পাঁচ লাখের ঘর হয়, আর বানানোর পরে জ্বলে যায় তো দুঃখ হয় । কত দুঃখ হয় ? পাঁচ লাখের হিসাবে দুঃখ হয় । সেই ঘর বেঁচে দিয়েছ, দশ দিন পরে সেই ঘর জ্বলে যায় তো ? তার পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে নিয়েছ, ফের ঘর জ্বলে যায় তো কি হবে?

প্রশ্নকর্তা : তখন কিছু না, এখন আমার কি ?

দাদাশ্রী : পাঁচ লাখ টাকা নিজের ঘরে নিয়ে এলে, আর সব টাকা চুরি হয়ে যায়, ফের পরের দিন ঘর জ্বলে যায় তো ? তখনো প্রভাব হয় না তো ? পাঁচ লাখ টাকা তার হাতে থাকল না, ঘর বেঁচে দিয়েছিল, ফের ঘর জ্বলে গেছে কিন্তু তার কোন প্রভাব হয় ন, কেন ? ও মমতা দুঃখ দেয় । তোমার মমতা আছে ? এই ঘড়ী তোমার, তার মমতা তোমার আছে ? এমন কত সব জিনিসে তোমার মমতা আছে? এমন সব জিনিস লিখে নাও, লিস্ট বানিয়ে দাও তো কত কাগজ হয়ে যাবে ?

প্রশ্নকর্তা : বলতে পারব না যে কত কাগজ হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : আর যখন মরার তৈয়ারি হয়, তখন এই সব এখানেই ছেঁড়ে যেতে হবে । তো দুঃখ কে দেয় ? সব জায়গায় মমতা যে সে ই দুঃখ দেয় । কিন্তু তুমি প্রথম থেকে জান না যে এই সব ছেঁড়ে যেতে হবে ? নিজের বাবা ও ছেঁড়ে চলে গিয়েছিল, ও আপনি জানেন না ?

প্রশ্নকর্তা : তবুও যা চোখে দেখা যায়, তাকে মিথ্যা কিভাবে মানবো ?

দাদাশ্রী : যখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায়, তখন মিথ্যা জানতে পারা যায় । এখন একজন ছেলে বিয়ে করে তো ওর ওয়াইফ আসে, ও মিথ্যা মনে হয় না । ও সত্য ই মনে হয় । আর ছয় মাস পরে ডিভোর্স দেয় আবার ? তো মিথ্যা হয়ে যায় । যখন পর্যন্ত এক্সপিরিয়েন্স হয় নি, তখন পর্যন্ত মিথ্যা মনে হয় না । চোখে দেখা যায়, বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়, ও সব মিথ্যা । চোখে যা দেখা যায় ও সব ভ্রান্তি, সত্যি কথা না। যেমন একজন মদ খেয়েছে, খুব বেশী মদ খেয়েছে, তখন যা বলে, ও মদের নেশায় বলে । এমন ই এই সব লোকেরা ও নেশাতেই কথা বলে । মোহের নেশায় আছে । মোহের মদ অনেক ভারী হয় । এই সব লোকেরা সারা দিন মোহের নেশায় ই ঘোরে।

এই ওয়াইফ কে 'আমার, আমার' করে, কিন্তু যখন তার সাথে একঘন্টা ঝগড়া হয়ে যায় তখন ? তখন কি হয় ? ডিভোর্স। আর বাপ-ছেলের একঘন্টা ঝগড়া হয়ে যায় তো ? তো দুজনে কোর্টে চলে যাবে। এমন এই সব মিথ্যা। মিথ্যা সত্য কিভাবে হয়ে যাবে ? কখনো হবে না . All these relatives are only temporary adjustment, not permanent adjustment ! কোন পারমানেন্ট এডজাস্টমেন্ট তুমি দেখেছ ? না ? সব টেম্পোরেরী ? কারণ এই দেহ ও টেম্পোরেরী, তো ও টেম্পোরেরী থেকে পারমানেন্ট কিভাবে হয়ে যাবে ? আর আপনি নিজে আত্মা, ও পারমানেন্ট। তার রিয়েলাইজেশন হয়ে যায় তো ফের পারমানেন্টের অনুভব হয়। তখন এই মোহ চলে যায়, নিরন্তর পারমানেন্ট সুখ , নিরন্তর পরমানন্দ ই থাকে।

নিমিত্ত কে নিমত্ত মনে করে, তো ?

একজন লোক জেনে-বুঝে পাথর মারে আর এক বাঁদর, সে আপনার উপরে পাথর ফেলে। সেই পাথর আপনার খুব জোরে লেগে যায়। দুজনের উপরে আপনার ভাব বিগড়ায়, দুজনের উপরে আপনার ক্রোধ হয় ? কিন্তু আপনি দেখেন যে এ তো বাঁদর, তো আপনি কি করেন ?

প্রশ্নকর্তা : ওকে তারিয়ে দিই।

দাদাশ্রী : কিন্তু ওর উপরে আপনি ক্রোধ কেন করেন নি ?

প্রশ্নকর্তা : কোন পরপজলী (উদ্দেশ্য নিয়ে) তো করে নি সে।

দাদাশ্রী : আর সেই লোক জেনে-শুনে পাথর মারে তো ?

প্রশ্নকর্তা : সেখানে ক্রোধ এসে যায়।

দাদাশ্রী : ও যে পাথর মারে যে, ওঁরা সব বাদরের মত ই হয়। আপনার এই খেয়াল নেই। আপনার মনে হয় যে সে জেনে-শুনে মারে কিন্তু এমন না ? সে ও বাঁদরের মত ই। আমরা দেখি যে সব বাঁদরের মত ই হয়। এতটা বুঝে যাও তো কত ভুল কম হয়ে যাবে !

যেখানে ঝগড়া আছে, সেখানে পশুতা হয়। ভগবান কি বলেছেন যে তোমাকে দুটো গালি প্রতিবেশী দেয়, তো (বাস্তবে) সে দেয় ই না। বাঁদর পাথর মারে, সেই ভাবে বুঝে নিতে হবে। ও তোমার ই কর্মের ফল মেলে আর সে তো নিমিত্ত হয়।

তোমার গালি পছন্দ হয় তো ফের তুমি ব্যবসা করবে। ওকে তিনটে গালি দেবে তো তিনটে গালি ফিরে আসবে। পাঁচ গালি দেবে তো পাঁচ ফিরে আসবে। যত গালি দেবে তত ই ফিরে আসবে। একবার কিছুই না বল তো এই তোমার খাতা পুরা হয়ে যাবে। মোক্ষে যেতে হয়, তো সব খাতা বন্ধ তো করতে হবে কি না ? কোন লোক লোকসান করে তো সে নিমিত্ত ই হয় আর নিমিত্ত কে মেরে কি ফায়দা ?

এই জন্মের না হয় তো আগের জন্মের হবে। এই জগত এমন ই হয়। নতুন কোন জিনিস পাবে না। যা দিয়েছ সে ই পাবে। তোমার পছন্দ না তো ও আবার দেবে না। পছন্দ হয় তবেই দেবে। সেই ধর্ম বুঝতে হবে। এমন ধর্ম বুঝে পরে কখনো সাক্ষাৎকারের সংযোগ মেলে। কিন্তু ধর্ম ই বোঝে নি তো ফের কি করবে ? পাশবতা ই হয়ে যায়। প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করে, লড়াই করে, এ কি মানবতা ?

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে কখনো কখনো করতে হয়।

দাদাশ্রী : ব্যবহারে যা করতে হয়, ও ন্যায় দ্বারা হওয়া উচিত। ব্যবহারে কোন বাধা নেই, কিন্তু ন্যায় দ্বারা হতে হবে। ন্যায়ের বাইরে না হওয়া উচিত।

প্রকৃতির আসল ন্যায়

প্রশ্নকর্তা : কোন মানুষের হার্টের প্যিয়ুরিটী থাকে, ও ভাল, প্রামাণিক হয়, তবুও তাকে সংসারে প্রমোশন কেন মেলে না ?

দাদাশ্রী : না, ও প্রমোশন তো মেলে না কিন্তু তার খাবার ও মেলে না, কারণ ও প্রারব্ধের হাতে। খাবার মেলা, প্রমোশন মেলা, ও সব প্রারব্ধের হাতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : ও প্রারব্ধ কে লেখে ?

দাদাশ্রী : কেউ লেখার জন্য নেই। ও এমনি (স্বতঃ) ই লেখা হয়, যেমন মেশিন চলে না ? এমন ই চলে।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের প্রারব্ধে এমন দুঃখ ভোগার কেন আসে ? এতে ভুল কোথায় হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : অন্যকে দুঃখ দেবার ভাব করেছ, তার ফল দুঃখ ই আসবে আর অন্যকে সুখ দেবার ভাব কর তো তার ফল সুখ ই আসবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমরা সুখ দেবার ভাব করি, তবুও এমন তো হয় না।

দাদাশ্রী : না, এ আগে যে ভাব হয়ে গেছে, তার ফল এই ভবে মেলে আর এখন নতুন ভাব করে, তার পরের ভবে ফল আসবে, এই ভবে আসবে না। পূর্বে যে ভাব করেছিলে, তার ফল তৈয়ার হয়ে গেছে আর ফল পরিপক্ক হওয়ার পরে মেলে।

প্রশ্নকর্তা : পুর্ব ভবের কর্মের ফলে আজ কোন লোক চুরি করে, কিন্তু তার সামনের জন্মে কিছু না বিগড়ায়, এমন হতে পারে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, চুরি করার পরে যদি খুব পশ্চাত্তাপ করে যে, 'আমি খুব খারাপ করেছি, এমন করা উচিত না।' তো পরের ভবের জন্য খুব ভাল হবে।

প্রশ্নকর্তা : পশ্চাত্তাপ তো মনের তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যাস এমন পশ্চাত্তাপ হয়ে যায়, তো অনেক হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তাকে জেল এ ও তো যেতে হবে কি না ?

দাদাশ্রী : জেল এ গেছে, ও তো চুরি করেছে, তার ফল পেয়েছে।

প্রশ্নকর্তা : এমন ফল পেলে তার সমাজে যে মান আছে, ইজ্জত আছে, ও তো চলে যাবে তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, চুরি করেছে তো সমাজে মান থাকেই না।

প্রশ্নকর্তা : এক ছেলে মদ খেয়ে আসে আর ঘরে আসার পরে নিজের মা-বাবা কে মারে, তো তাতে ভুল কার ?

দাদাশ্রী : মা-বাবার। যে মার খায়, তার ই ভুল। অন্য মা-বাবাদের কেন মার পড়ে না ? এদের ই কেন মারে ? ও মা-বাবার ভুল।

প্রশ্নকর্তা : তো মা-বাবার মার না খাওয়া উচিত তো তাহলে ?

দাদাশ্রী : মার খাবে না তো কি করবে ?

প্রশ্নকর্তা : যদি কিছু করতে পারতো তো মার খেত না তো !

দাদাশ্রী : মার খাবে না, তো কি করবে ? সে মার ই মারবে। সে মদ খাবে, সব কিছু করবে আর খাবার জলে মধ্যে বিষ ও দিয়ে দেবে আর তোমাদের সবাই কে মেরে ফেলবে।

প্রশ্নকর্তা : তো এতে বাবার কি দোষ ?

দাদাশ্রী : মা-বাবার অনেক দোষ।

প্রশ্নকর্তা : কিভাবে ?

দাদাশ্রী : ও পূর্বজন্মের হিসাব। দ্যাখ, আমি আপনাকে বুঝাচ্ছি। কেউ আপনার পকেট কেটে নেয় আর পাঁচ হাজার নিয়ে পালিয়ে যায় আর সে আর আপনার হাতে আসে না। সব লোকেরা কি বলবে যে 'যে পালিয়ে গেছে তার ভুল।' আপনি তো এখানে কাঁদছেন। কে কাঁদে ? যার ভুল হয়, সে ই কাঁদে। চোর তো এখন মজা করছে, সে যখন ধরা পড়বে তখন কাঁদবে, তখন তার ভুল। আজ তো যে কাঁদছে, সেই ধরা পড়েছে। এ তো 'ভুগছে তার ই ভুল'। এমন এই ফাদার-মাদার আজ ধরা পরেছে।

আপনার হোটেলে কোন লোক একশো টাকার চা-জলখাবার খ্যয় আর টাকা আপনাকে দেয় না, তো ও আপনার ভুল, তার ভুল না। আপনি আজ ধরা পড়েছেন। সেই জন্য ওকে গালি দেবেন না। ভগবান এমন বলেন যে আপনার ভুলের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সে তো আপনার একশো টাকা লোকসান করার জন্য নিমিত্ত।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দাদা, এই সংসারে আমরা থাকি তো এভাবে প্রত্যেক বার ছেড়ে দিলে কাজ কিভাবে চলবে ?

দাদাশ্রী : না চলবে তো ফের কি করবে তুমি ?

প্রশ্নকর্তা : দেখুন, আমার হোটেল আছে। ওখানে ঝগড়া করার লোক ও আসে। যদি ওদের না থামাই, তো ওরা সবসময় ঝগড়া করতেই থাকবে।

দাদাশ্রী : ওদের তো থামাতেই হবে। থামাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু যে মার খেয়েছে তার ভুল। আপনাকে মেরেছে তো আপনার ভুল। যে সহ্য করে, তার ভুল।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে সহ্যশীলতা কত দূর পর্যন্ত মানুষের রাখা উচিত ?

দাদাশ্রী : সহ্যশীলতা রাখার আবশ্যকতা নেই। সহ্যশীলতা বেশী রাখবে তো স্প্রিং-এর মত লাফাবে আর ঝগড়া হয়ে যাবে। সহ্যশীলতা নিয়মানুসার হয় না।

প্রশ্নকর্তা : তার মানে এই যে কর্ম তো করতেই থাকতে হবে ?

দাদাশ্রী : কর্ম তো করতেই হবে। কোন গুন্ডা আসে তো বলবে যে 'আমি তোকে মেরে দেব।' আমরা নিজে মার খাবো এমন করবে না। কিন্তু ওর সামনে দাঁড়িয়ে গেলে, ফের যে মার খাবে তার ভুল।

এক জন স্কূটার নিয়ে যাচ্ছে আর সামনে থেকে এক কার এসে ওকে ধাক্কা মারে আর তার পা ভেঙ্গে দেয়, তো সেখানেও কার ভুল হয় ? যার পা ভেঙ্গে গেছে তার ভুল। কারওয়ালা তো যখন ধরা পড়বে তখন তার ভুল হবে। কিন্তু স্কূটার ওয়ালার, ওর ভুল হয়ে ছিল, তার ফল পেয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তার ভুল কিভাবে, দাদাজী।

দাদাশ্রী : পূর্বভবের ভুল, আজ তার ফল পেয়ে গেছে। ও সবাইকে কেন মেলে না ? এ হিসাব। এই সব আপনি পেয়েছেন, আমাকে আপনি পেয়েছেন, এ পূর্বভবের হিসাব। আপনার কিছু সমাধান হয়েছে কি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হয়ে গেছে।

দাদাশ্রী : এই যে মশা হয় ও কখনো কামড়ায়, তো লোকে কি করে ? তাকে মেরে ফেলে। আর সেই 'বাবুলের কাঁটা' এমনি রাস্তায় পড়ে আছে আর আপনি বিনা চপ্পলে হাঁটছেন, তো আপনার পা ওর উপরে এসে যায় আর পায়ে লাগে, তো তার জন্য কে দোষী ? ওখানে তো মশা দোষী, তারজন্য তাকে মেরে দিলেন কিন্তু এখানে সেই কাঁটা পায়ের ভিতরে চলে গেল, সেখানে কে দোষী ?

প্রশ্নকর্তা : আমরা নিজেই দোষী।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন ই হয়। আপনার ই ভুল। যে কেউ আপনাকে দুঃখ দেয় এই সব আপনার ভুলের জন্য ই হয় আর সুখ দেয় সে ও আপনি যে সুখ দিয়েছেন, সেই সুখ আসে। আপনার কোন ভুল আছে, সেইজন্য দুঃখ হয়। আমার কোন দুঃখ নেই কারণ আমার কোন ভুল নেই।

নিজের ভুল থেকে ছাড়াবে কিভাবে ?

অন্যের কোন কষ্ট না হয় এমন হওয়া উচিত আর আমাদের ভুলের জন্য কারো কষ্ট হয়ে যায় তো কি করতে হবে, যে তার ভিতরে শুদ্ধাত্মা ভগবান আছেন, তার কাছে ক্ষমা চাইবে যে, 'হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজ আমার জন্য সেই লোকের অনেক কষ্ট হয়ে গেছে, অনেক লোকসান হয়ে গেছে। হে ভগবান, তারজন্য আমি ক্ষমা চাইছি, আমার ইচ্ছা ছিল না, তবুও এমন হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করুন । আর কখনো এমন করব না। এমন হওয়া উচিত না।' এমন আপনি ভগবান কে বলবেন। কারণ জগতে সব জীব মাত্রের ভিতরে ভগবান বসে আসেন। সব দেহধারীর ভিতরে শুদ্ধ চেতন রূপে বসে আছেন। ভগবান এসব *নোঁধ* (নোট) করেন যে 'রবীন্দ্র এ খারাপ করেছে, এর লোকসান করেছে' আর ফের তার আপনাকে ফল মেলে। রোজ সকালে এমন বলবেন যে 'আমার দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয়'। এমন ভাবনা করে বাইরে বের হবেন। এইটুকু করবেন তো ? তো কাল থেকেই শুরু করে দেবেন। তবুও কারো দুঃখ হয়ে যায় তো, হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, এই এতটুকু আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আবার ভুল করব না।' এতটাই বলতে হবে, অন্য কিছু বলতে হবে না। বাইরে মূর্তির কাছে যাওয়া-না যাওয়া, ও তো আপনার ইচ্ছার ব্যাপার, কিন্তু আসল ভগবান তো ভিতরেই আছেন।

প্রশ্নকর্তা : ধরে নিন আমার থেকে ভুল হয় ই নি, তাহলে ?

দাদাশ্রী : সারা দিন ভুল হতেই থাকে। আপনার কত ভুল হয়, জানেন কি ? রোজ পাঁচ হাজার ভুল হয় কিন্তু আপনার ভুলের খবর ই নেই। কারণ ভুলের খোঁজ কিভাবে করেন ? ভুল তো, এত বড় বড় ভুল আছে, অনেক ভুল আছে। কারো সাথে ক্রোধ হয়ে যায় আর কারো কোন জিনিস নেবার ভাব হয়ে যায়, ব্যবসায় কপট করে বেশী নিয়ে নেবার বিচার হয়ে যায়, এমন বিচার ও হয় তাহলেও ভুল আর তার ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

এমন ভুল হয় কি হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, এমন ভুল তো করি।

দাদাশ্রী : আপনি তো কোন কোন বড় ভুল দেখতে পারেন, কিন্তু আজ থেকে আপনি বেশী দেখবেন। যখন আমি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়ে দেব ফের অনেক দেখবেন। সূক্ষ্ম ও দেখবেন। আর যত ভুল দেখবেন, ততটা ভুলের ক্ষমা চেয়ে নেবেন, তো সেই ভুল চলে যাবে, সমাপ্ত হয়ে যাবে, ব্যাস সেটাই ধর্ম, চব্বিশ তীর্থঙ্করের। বাকী, শাস্ত্র তো এক জনের জন্য লেখে নি, সবার জন্য লিখেছে। তাতে যা লেখা আছে, ও সব জিনিস আপনার জন্য নয়। আপনার যা প্রয়োজন, ততটুকু কথা ই আপনার জন্য। আপনার কি প্রয়োজন, আপনার প্রকৃতির কি অনুকূল, সেই কথা ই নিতে হবে। অন্য সব কথার আপনি কি করবেন ? ভগবান শাস্ত্র তো সবার জন্য লিখেছেন। আপনার প্রকৃতির অনশন অনুকূল হয় তো অনশন করবেন, অনূকুল না হয় তো করবেন না।

'নিজদোষ ক্ষয়' এর সাধন

প্রশ্নকর্তা : স্বরূপের জ্ঞান না মেলে, তখন পর্যন্ত কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : তখন পর্যন্ত ভগবানের কথা, তাঁর আরাধনা করতে হবে। বীতরাগ ভগবানের দুটো কথা করতে হবে। এক তো আলোচনা, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ভুল করে আমাদের হাত অন্যের লেগে যায়, তো আমরা তক্ষুনি আলোচনা, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখ্যান করা উচিত। যত আক্রমণ অথবা অতিক্রমণ হয়, সেই সবের আলোচনা, আপনার গুরু আছে, ওনাকে লক্ষ্যে রেখে, নিজের ভুল স্বীকার করা উচিত। ফের প্রতিক্রমণ আর প্রত্যাখ্যান করা উচিত। প্রতিক্রমণ ক্যাশ, অন দ্যা মোমেন্ট করতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা এ দূষম কাল, আর্তধ্যান আর রৌদ্রধ্যানের বিচার আসে। তাতে বিচার না করতে চাইলে ও হয় হয়ে যায়, তো তার ও আলোচনা, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখ্যান করা উচিত। শ্রীমদ রাজচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি তো দোষ অনন্তের পাত্র করুণার।' আর দ্বিতীয় কি বলেন যে 'দেখি নি স্ব দোষ তো সাঁতার কেটে পার হবো কোন উপায়ে ? নিজের দোষ নিজেকে না দেখায় তো পার হওয়ার মার্গ ই নেই। এই লোকেরা দুইশ-দুইশ, পাঁচশো-পাঁচশো প্রতিক্রমণ প্রত্যেক দিন করে, তো আপনার দোষ আপনাকে কেন দেখায় না ? আমি আপনাকে বলে দেব? দোষ হয়, তবু আপনি দেখতে পান না তো তার কি কারণ ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলুন ?

দাদাশ্রী : আপনি দোষ করেছেন, সেইজন্য আপনি 'আরোপী' আর আপনি জজ ও আর আপনি উকিল ও। নিজেই উকিল, নিজেই জজ আর নিজেই আরোপী। বলুন, কত দোষ জানতে পারবেন ? নিজেই জজ হয়, সেইজন্য বলে যে, 'তুই দোষী কি না ?' তো উকিল কি প্লীডিং করে যে, 'সবাই এমন করে, তাতে আমার কি দোষ?' প্লীডার আছে কি না আপনার কাছে ? আর এই 'মহাত্মাদের' প্লীডিং হয় না, কারণ এরা দোষ হলেই 'শূট অন সাইট' প্রতিকমণ করে। 'শূট অন সাইট' এখানে হয় কি না ? যখন গোলমাল হয়, তখন ডী.এস.পী. সেখানেই 'শূট অন সাইট' করতে বলে। পরন্তু ভিতরে যখন হল্লাগোল্লা হয়, তখন 'শূট অন সাইট' হওয়া উচিত। যে দোষ হয়, তার প্রতিক্রমণ করবেন। যত প্রতিক্রমণ করবেন তত শুদ্ধ হয়ে যাবেন আর প্রতিক্রমণ না করেন তো ফের কি হয় ?

প্রশ্নকর্তা : মাল্টীপ্লিকেশন হয়।

দাদাশ্রী : 'জ্ঞানী পুরুষ'এর ভিতরে তো দোষ ই থাকে না, সেইজন্য তাঁকে নির্গ্রথ বলা হয়। স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার পরে উকিল থাকে না। আপনি নিজেই জজ, আপনি ই আরোপী আর উকিল ও আপনি, তো কত দোষ আপনার দেখাবে ? আপনার কত ভুল দেখাবে ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের দোষ দেখাবে না।

দাদাশ্রী : কেন দেখায় না।

প্রশ্নকর্তা : কারণ অজ্ঞান আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু আপনি উকিল রাখেন, সে ওকালতি করে যে, সবাই তো এমন করে, এতে আমার কি ভুল ? এমন বলে যে 'আপনি কোন দোষ করেন নি'।

প্রশ্নকর্তা : এই উকিল আমার দোষ লুকিয়ে রাখে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, উকিল সব দোষ লুকিয়ে রাখে। এই সব 'মহাত্মাদের' প্রত্যেকের দিন শ-দুইশ দোষ দেখায় আর তত প্রতিক্রমণ ও করে। আপনি কত প্রতিক্রমণ করেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো কখনো পশ্চাত্তাপ হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক আছে কিন্তু পশ্চাত্তাপ তো ফরেনার দের জন্য। আমাদের লোকেদের তো প্রতিক্রমণ করতে হয়। এই সাধু লোকেরা যে প্রতিক্রমণ করে ও তো পুস্তকে অর্ধমাগধী ভাষায় লেখা আছে, সেটাকেই প্রতিক্রমণ বলা হয়। প্রতিক্রমণের যথার্থ অর্থ কি হয় যে তুমি কারো সাথে অতিক্রমণ করেছ তো ফের তোমাকে প্রতিক্রমণ করতে ই হবে। অতিক্রমণ কর নি, তো প্রতিক্রমণ করার কোন প্রয়োজন নেই। সহজ ভাবে, ক্রমণ থেকে জগত চলে আসছে পরন্তু অতিক্রমণ অর্থাৎ কারো দুঃখ হয়ে যায় এমন কিছু তুমি কর, তো ফের তোমাকে প্রতিক্রমণ করতে হবে।

জয় সচ্চিদানন্দ

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান । আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি ।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি । তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয় । আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি ।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে ।

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
৮. সেবা-পরোপকার
৯. ভুগছে যে তার ভুল
১০. মানব ধর্ম
১১. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১২. দান
১৩. মৃত্যু
১৪. দাদা ভগবান কে ?
১৫. ত্রিমন্ত্র
১৬. প্রতিক্রমণ
১৭. জগত কর্তা কে ?
১৮. কর্মের সিদ্ধান্ত
১৯. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২০. আত্মবোধ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. পাপ-পুণ্য
২৩. স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার
২৪. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার
২৫. অহিংসা
২৬. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
২৭. প্রেম
২৮. জ্ঞানী পুরুষের পরিচয়
২৯. সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, অহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দি পুস্তকসমূহ

১. চিন্তা
২. ক্রোধ
৩. জ্ঞানী পুরুষ কী পহচান
৪. সর্ব দুঃখো সে মুক্তি
৫. কর্ম কা সিদ্ধান্ত
৬. আত্মবোধ
৭. ম্যা কৌন হুঁ ?
৮. টকরাব টালিয়ে
৯. হুয়া সো ন্যায়
১০. এডজাস্ট এভ্রীহোয়ার
১১. ভুগতে উসী কি ভুল
১২. দাদা ভগবান কৌন ?
১৩. ত্রিমন্ত্র
১৪. মাতা পিতা ঔর বচ্চো কা ব্যবহার
১৫. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার
১৬. মানব ধর্ম
১৭. জগত কর্তা কৌন ?
১৮. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সংক্ষিপ্ত)
১৯. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
২০. আপ্তবাণী শ্রেনী-১
২১. অন্তঃ করণ কা স্বরূপ
২২. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
২৩. পৈসো কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
২৪. প্রতিক্রমণ (সংক্ষিপ্ত)
২৫. প্রেম
২৬. নিজ দোষ দর্শন সে... নির্দোষ !
২৭. ক্লেশ রহিত জীবন
২৮. অহিংসা
২৯. সত্য-অসত্য কে রহস্য
৩০. পাপ-পুণ্য
৩১. চমৎকার
৩২. মৃত্যু
৩৩. সেবা-পরোপকার
৩৪. দান
৩৫. বাণী, ব্যবহার মে...
৩৬. আপ্তবাণী শ্রেনী-৪
৩৭. আপ্তবাণী শ্রেণী-৫
৩৮. কর্ম কা বিজ্ঞান
৩৯. আপ্তবাণী শ্রেণী-৮
৪০. গুরু-শিষ্য
৪১. আপ্তবাণী শ্রেণী-৩
৪২. আপ্তবাণী শ্রেনী-৬
৪৩. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)
৪৪. আত্মসাক্ষাৎকার
৪৫. আপ্তবাণী শ্রেণী-৭
৪৬. আপ্তবাণী শ্রেণী-২
৪৭. সমঝ সে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (পূর্বার্ধ)
৪৮. আপ্তবাণী শ্রেণী-১৩ (পূর্বার্ধ)
৪৯. আপ্তবাণী শ্রেণী-৯
৫০. আপ্তবাণী শ্রেণী-১৩(উত্তরার্ধ)
৫১. সহজতা
৫২. আপ্তবাণী শ্রেণী-১৪(ভাগ-১)
৫৩. জ্ঞানী পুরুষ 'দাদা ভগবান(ভাগ-১)
৫৪. প্রতিক্রমণ (গ্রন্থ)
৫৫. পৈসো কা ব্যবহার (গ্রন্থ)
৫৬. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
৫৭. আপ্তবাণী শ্রেণী-১২ (পূর্বার্ধ)
৫৮. আপ্তবাণী শ্রেণী ১৪ (ভাগ-২)
৫৯. আপ্তবাণী শ্রেণী-১৪ (ভাগ-৩)
৬০. আপ্তবাণী শ্রেণী-১২ (উত্তরার্ধ)
৬১. ব্যসন মুক্তির মার্গ

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে । এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : **ত্রিমন্দির,** সীমন্ধর সীটি, অহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
(মুখ্য কেন্দ্র) পোস্ট : অডালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট - 382421
ফোন : +91 79 3500 2100, +91 9328661166/77
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : **ত্রিমন্দির,** ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলী (E)
ফোন : 9323528901

পুণে : **ত্রিমন্দির,** পুণে-বেঙ্গলুরু হাইওয়ে, খেড় শিবাপুরের পাশে, বর্বে বুদ্রুক, জিলা-পুণে, মহারাষ্ট্র **ফোন :** 7203098409

দিল্লী	: 9810098564	**বেঙ্গলুরু**	: 9590979099
কোলকাতা	: 9830080820	**হায়দ্রাবাদ**	: 9885058771
চেন্নাই	: 7200740000	**পুণে**	: 7218873468
জয়পুর	: 8890357990	**জলন্ধর**	: 9814063043
ভোপাল	: 6354602399	**চন্ডীগড়**	: 9780732237
ইন্দৌর	: 6354602400	**কানপুর**	: 9452525981
রায়পুর	: 9329644433	**সাঙ্গলী**	: 9423870798
পাটনা	: 7352723132	**ভুবনেশ্বর**	: 8763073111
অমরাবতী	: 9422915064	**বারাণসী**	: 9795228541

U.S.A : **DBVI Tel. :** +1877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org
U.K. : +44 330-111-DADA (3232)
Kenya : +254 795-92-DADA (3232)
UAE : +971 557316937
Dubai : +971 501364530
Australia : +61 402179706
New Zealand : +64 21 0376434
Singapore : + 65 91457800

www.dadabhagwan.org

দুঃখ তো শুধু রং বিলীফ ই হয়। যার রং বিলীফ আছে, সেখানে দুঃখ আছে। যার রং বিলীফ নেই, সেখানে দুঃখ ই নেই।

-দাদাশ্রী

मूल दीपक से प्रकटे दीपमाला

dadabhagwan.org

9 788198 166739

Printed in India

Price ₹70